PROVERBS OF EUROPE AND ASIA.

TRANSLATED

INTO

THE BENGALI LANGUAGE.

ইউরোপ ও এস্যা খণ্ডস্থ

প্রবাদমালা।

দ্বিতীয় ভাগ।

বঙ্গীয় ভাষায় অনুবাদিত।

CALCUTTA:

PRINTED BY JAGANMOHANA TARKALANKARA KAVYAPRAKASHA PRESS, 168 CORNWALLIS STREET, FOR THE CALCUTTA SCHOOL BOOK AND VERNACULAR LITERATURE SOCIETY. 9 GOVERNMENT PLACE, EAST.

1869.

PREFACE.

The following contains a free Tanslation into Bengali by Babu Ranga Lal Banerjea of Proverbs selected by me from the German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, French, Badagar, Malaylim, Tamul, Chinese, Panjabi, Mahratta, Hindi, Orissa and Russian languages.

The object is to introduce to the notice of the Bengali people the wit and wisdom of Peasants and women in other parts of the world, the Russian Proverbs 200 in number though last in the series will not be found the least in their wit and keen sarcasm.

Calcutta, November 15, 1869. J. LONG

প্রবাদমালা।

দ্বিতীয়ভাগ।

জর্ম্মণীয় প্রবাদ।

১। অধিক দিন বাঁচিতে চাহ তো কুক্কুরের মত পান কর, আর বিড়ালের ন্যায় আহার কর।

২। অনুতাপই অন্তঃকরণের ঔষধ।

৩। আগুন আর জল উত্তম দাস বটে; কিন্তু প্রভু ভাল নহে।

৪। আত্মাহীন কলেবর, নারীহীন নর। নরহীন নারী, শিরঃশূন্য কলেবর।

৫। আলস্য দরিদ্রতার চাবি।

৬। আলো মাত্রেই সূর্য্য নহে।

৭। আশায় যে ভর করে, অনাহারে সেই মরে।

৮। উকীল আর গাড়ীর চাকায় তেলচর্ব্বির প্রয়োজন।

৯। উৎক্রোশ কখন মাছী মারে না।

১০। উদর বড় কুমন্ত্রী।

১১। এক খানা কুঁদোয় কখন বরাবর আগুন থাকে না।

১২। একটী মৌমাছী একমুঠা মাছীর সমান।

১৩। এক বিন্দু স্নের্কা অপেক্ষা এক বিন্দু মধুতে অনেক মাছী আটক হয়।

১৪। এ কখন সম্ভব, বিড়াল দুধ না খেয়ে চুপ করো বসো থাকবে?

১৫। ঔষধের বড়ি গিলিয়া খাও, চিবিও না।

১৬। ক্রোধ নিবারণের ঔষধ কাল।

১৭। গোলাব আর কুমারীগণের লাবণ্য অচিরে বিগত হয়।

১৮। ঘুমন্ত কুকুরকে চীইওনা।

১৯। চক্ষের জলের ন্যায় কোন পদার্থই শীঘ্র শুখায় না।

২০। চাক্তী যথায় বলবতী, যুক্তি না হয় ফলবতী।

২১। চামড়া চুরি করো ঈশ্বরোদ্দেশে জুতা দান।

২২। চোর আপন ফাঁসী কাঠের উপযুক্ত গাছ খুঁজে পায় না।

২৩। চোর দিয়ে চোর ধর।

২৪। ডিম্বের স্থলে মুর্গী দান।

২৫। তিনটা নারী তিনটী হাঁস, আর তিনটী ব্যাঙ্গে একটী হাট।

২৬। তীর্থ যাত্রার ফেরৎ লোক প্রায় যতি নহে।

২৭। দুই চক্ষু দুই কর্ণ, কিন্তু একটিমাত্র মুখ। অর্থাৎ অধিক দেখা শুনা ভাল, অধিক কথা কহা ভাল নয়।

২৮। ধূয়াঁ যার নাহি সয়, সে কখন কামার নয়।

২৯। ধৈর্য্য আর কালক্রমে তুত পাতাও খাসা গরদ হয়। "কালে বাণুও পণ্ডিত"।

৩০। নদীতীরে কূপ খনন।

৩১। নারীর রূপ, বনের প্রতিধ্বনি, আর রামধনু, শীঘ্র উপে যায়।

৩২। নিষ্পাপ আত্মা খাসা বালিস।

৩৩। নেকড়ে বলে "তোমার কথা মিষ্ট বটে, কিন্তু আমি গাঁয়ের ভিতর যাব না।"

৩৪। পর্ব্বতের গর্ত্তে সোণা, কিন্তু রাজ পথে ধূল।

৩৫। পাগল গাছ বাড়াইতে জল সেচনের প্রয়োজন নাই।

৩৬। পীরিত আর গান করা জোরের কাজ নয়।

৩৭। পূর্ব্ব পুরুষ ঘোড়া ছিল বল্যে খচ্চরদের বড় ধুমধাম্।

৩৮। প্রতিবাসীর প্রতি প্রীতি কর, কিন্তু তার বেড়া নেড়ো না।

৩৯। বড় হল্যেই সব দিকে বড় হয় না, তা হল্যে গাই গোরু খরগোসকে দৌড়ঝাঁপে হারাইত।

৪০। বহু কাল উপবাস থাকা, আহারের সম্বন্ধে পরিমিত ব্যয় নয়।

৪১। বাড়ী বানায় অজ্ঞগণ, ক্রয় করে বিজ্ঞ জন।

৪২। বিচারপতির দুই কর্ণই সমান হওয়া উচিত।

৪৩। বেড়া নীচু দেখিলেই মানুষ তাকে ডিঙ্গিয়া যায়।

৪৪। ভূমে পড়্যে থাকে যেই, মাড়ামাড়ী যায় সেই।

৪৫। ময়ূর, ময়ূর, ময়ূর, আপনার পা দেখ।

৪৬। মাছী ধরা ভিন্ন কোন কার্য্যই শীঘ্র কর্ত্তব্য নয়।

৪৭। মাছীর উৎপাত হত্যে সিংহকেও আত্মরক্ষা কর্ত্যে হয়।

৪৮। মিথ্যা কথা ফাঁসীকাষ্ঠে উঠিবার প্রথম সিঁড়ী।

৪৯। মিথ্যা কথার চরণ খাট। অর্থাৎ শীঘ্র ধরা পড়ে।

৫০। যত আইনের আঁটা আঁটি, বিচারের দফায় ততই ঘাঁটি।

৫১। যদি থাক কাঁচের ঘরে, ঢিল ছুড় না পরের তরে।

৫২। যাহা তিন জনে শুনেছে, তাহা ত্রিশ জনে শুনেছে।

"ষট্‌কর্ণে মন্ত্রণা ভ্রষ্ট।"

৫৩। যাহা বড় উচ্চ, তারে কর তুচ্ছ।

৫৪। যুদ্ধের দূরবর্ত্তী সকল লোকেই যোদ্ধা।

৫৫। যুবার মৃত্যু স্থির নয়, বুড়ার মৃত্যু সুনিশ্চয়।

৫৬। যে ঘরেতে মদ্য ঢোকে, লজ্জা পালায় সে ঘর থেকে।

৫৭। যে জন বিড়াল নাহি পালে, পালুক তবে নেংটের পালে।

৫৮। সিঁড়ীর আগায় উঠ্‌তে, গোড়া থেকে আরম্ভ কর্ত্তেই হয়।

৫৯। রাজমুকুট কিছু শিরঃপীড়ার ঔষধ নয়।

৬০। লাঙ্গলের খবর নিলে সে তোমার খবর নেবে।

৬১। লুণের সংস্থান দেখে মাছ কাট।

৬২। লেপের পরিসর অনুসারে পা ছড়াও।

৬৩। শাঁস অপেক্ষা খোলার জন্য অধিক বিবাদ।

৬৪। শিকারী পক্ষীরা গান গায় না।

৬৫। শীঘ্র পাকে, শীঘ্র পচে।

৬৬। শূন্যোদরে হৃদয় ভারী।

৬৭। সরদারী কর্ত্তে হল্যে, কাণে শুনে কালা হও, আর চোখে দেখে কাণা হও।

৬৮। সোণার বাগ্‌ডোর হইলেই উত্তম ঘোড়া হয় না।

৬৯। স্বদেশে দাসত্ব অপেক্ষা বিদেশে স্বাধীনতা শ্রেয়ঃ।

৭০। স্বপ্নসকল ফেণা মাত্র।

৭১। ক্ষুধার্ত্ত জঠরের কর্ণ নাই।

ইতালীয় প্রবাদ।

৭২। অন্ধকে পথ দেখান সহজ নয়।

৭৩। আগুনে আগুন নিবায় না।

৭৪। উকীলের চাপ্‌কানের আস্তর মোয়াক্কেলের জিদ।

৭৫। এক জন মারে ঝাড়া, অন্য জন ধরে খড়া *।

৭৬। একসের বিদ্যা চেয়ে এক ছটাক অকুফ্ ভাল।

৭৭। এক হাতে দ্বিতীয় হাত পরিষ্কার, দুই হাতে মুখ পরিষ্কার।

৭৮। ওষ্ঠের শীলতা, বিনা ব্যয়ে বহু সন্তোষের সৃষ্টি।

৭৯। কথা কহা আর করা, এ দুয়ের মধ্যে অনেক যোড়া জুতা ক্ষয়।

৮০। কথা স্ত্রী, কার্য্য পুরুষ।

৮১। কাকের চক্ষু কাকে উৎপাটন করে না।
“কাকের মাংস কাকে খায় না।”

---

* খরগোস।

৮২। কাছিমের পিঠে কামড় মেরে মাছীর ওষ্ঠ ভগ্ন।
"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।"

৮৩। কাল, একটি শব্দহীন উখা।

৮৪। কুকুর মাত্রেই আপন কোটে সিংহ।

৮৫। কুকুরের চীৎকারের প্রতি চন্দ্র শ্রুতিপাত করেন না।

৮৬। কুকুরের প্রতি হাড় ছুঁড়িলে তাহার ক্রোধের বিষয় কি?

৮৭। কুকুরের সঙ্গে শয়ন করিলে এঁটুলিগাত্রে উঠ্তে হবে।

৮৮। কূওর সঙ্গে লড়াই কর্ল্যে, কলসীর মাথা ফাটে।

৮৯। কৌলীন্য, অন্নের সহিত জঘন্য ব্যঞ্জন।

৯০। খড়ের পুরুষের সোণার স্ত্রী চাই।

৯১। ঘরে আগুন লাগিলে দূরস্থ জলে নিবায় না।

৯২। ঘেউ ঘেউয়া রোগা কুকুরের চাম্ড়ার পক্ষে সর্ব্বনাশ।

৯৩। চক্ষু নাহি দেখে যাহা, মন নাহি শোণে তাহা।

৯৪। ঢাকা যত জের্বার্, ততই তার শোর্শার্।

৯৫। ছাগল্ চুরি কর্য্যে ঈশ্বরোদ্দেশে কলায় উৎসর্গ।
"গরু মেরে জুতো দান।"

৯৬। ছোট চোর ফাঁসীতে মরে, বড় চোর গেঁজের ডোরে।

৯৭। ছোট ছেলেদের শিরঃপীড়া, বড় ছেলেদের মনঃ-
পীড়া।

৯৮। ছোট লোকের প্রতি নির্ভর, বালীর উপর বাঁধ
দেওয়া।

৯৯। যে যুবতী জানালায় যেতে ভালবাসে।
সে তো যেন আঙ্গুরের থোবা পথপাশে॥

১০০। টাঙ্গন ঘোড়ায় যাহা খায়, বেতো্যা ঘোড়ায়
তাহাই চায়।

১০১। টোপে টোপে পড়ে বারি, পাষাণের ক্ষয়কারী।
"ধীর জলে পাষাণ বিঁধে।"

১০২। তাঁহার পাঁচক্ষুরে ভেড়ার অন্বেষণ।

১০৩। তিনি পেরেক্ বাহির করে্য গোঁজ চালান।

১০৪। দাঁত থাকিলে ব্যাংও কামড়াইত।

১০৫। ধীরে সুস্থে ক্রয় করে, পায় দ্রব্য সস্তা দরে।

১০৬। নারী, গর্দ্দভ, আর বাদামের জন্যে শক্ত হাত
চাই।

১০৭। নিজে গাধা হইয়া যে আপনাকে হরিণ ভাবে,
সে পগার ডিঙ্গাইবার সময় আপন ভ্রম টের পায়।

১০৮। নিরাপদে যদি ইচ্ছা সংসার যাপন।
শিক্রার * মত তব হউক নয়ন॥

---

* দূরদৃষ্টি।

গর্দ্দভের * ন্যায় কর্ণ, কপিবৎ † মুণ্ড।
উষ্ট্রের সমান স্কন্ধ ‡, শূকরের তুণ্ড § ॥
হরিণের ** সম রাখ যুগল-চরণ।
অনায়াসে পরিত্রাণ পাবে জনগণ ॥

১০৯। নোঙ্গরের মত সমুদ্রে বাস, কিন্তু সাঁতারের সঙ্গে খোঁজ নাই।

১১০। পত্রের পতনে ভয় হয় যার মনে।
সে জন কখন যেন নাহি যায় বনে ॥

১১১। পূর্ণোদরে উপবাসের ব্যবস্থা দেওয়া সহজ।

১১২। পেটুকতায় যত মরে, অস্ত্রাঘাতে তত নয়।

১১৩। প্রচুর থাক্‌লেই নিরিখ্ চেরা।
"পেট ভরিলেই পাতর গঁদা।"

১১৪। প্রেমের রাজ্যে তলবার নাই।

১১৫। বজ্রের শব্দে চোরও সাধু।

১১৬। বড় বড় গাছের ফল অপেক্ষা ছায়ার আধিক্য।

১১৭। বড় মাছীরা মাকড়সার জাল ভাঙ্গিয়া যায়।

---

* দূরে শ্রবণশীল।

† অতি কঠিন।

‡ গুরুভার বাহী।

§ কণ্টক পর্য্যন্ত আহারক্ষম।

** অতি ত্বরগামী।

১১৮। বরং সে গাধা ভাল বোঝা যেই বয় ;
ভার ফেলে দেয় যেই, কাজ্ কি সে হয় ?

১১৯। বাক্যে কখন বিড়ালের পেট ভরে না।

১২০। বিড়াল মাছ ভাল বাসে, কিন্তু পা ভিজাতে নারাজ।

১২১। বিড়ালের পীঠে হাত বুলাইবে যত।
ততই সে নিজ ল্যাজ্ করিবে উন্নত ॥

১২২। বৈদ্য প্রায় পাঁচন খায় না।

১২৩। বৈদ্যের ভুল শ্মশানে লুপ্ত।

১২৪। বোকার দাড়ীতে নাপিতের কামান শিক্ষা।

১২৫। ভরা পেটে ক্ষুধায় অবিশ্বাস।

১২৬। ভাঙ্গা অপেক্ষা নোয়াঁ ভাল।

১২৭। ভাল ঘোড়ার লাগাম চাইনে।

১২৮। ভিক্ষা দানে কেহ কখন কাঙ্গাল হয় নাই।

১২৯। ভেড়া চরাইতে বাঘের প্রতি ভার।
"ডাইনের কোলে পো সমর্পণ।"

১৩০। মালমসলার জন্য অট্টালিকা ভঙ্গ।

১৩১। যদি এক ইন্দুর নড়ে, চোরের প্রাণ ধড় ফড়ে।

১৩২। যদি তব গৃহে কাচের ছাদ।
অন্যে মারিবারে না কর সাধ।

১৩৩। যার দুওর নীচু, তাকে অবশ্য হেঁট হইতে হবে।

১৩৪। যার নাই ঋণ, সেই চিন্তাহীন।

১৩৫। যার নিকট রুটী, তারি নিকট কুক্কুর।

১৩৬। যার ল্যাজ খড়ে নির্ম্মিত, তারি সদা আগুনে ভয়।

১৩৭। যাহার মোমের মাথা, সে যেন রৌদ্রে না যায়।
"ননীর পুতুল যেন, রৌদ্র পেলে গলে যাবে।"

১৩৮। যাহার হৃদয়ে প্রেমের স্থিতি।
তার আশে পাশে কণ্টক নিতি।

১৩৯। যেই ফুলে মধুকর মধু পান করে।
বোল্‌তা কেবল তাহে তিক্তরস হরে।

১৪০। রন্ধনশালে যার বাস, তার অঙ্গে ধোঁয়ার বাস।

১৪১। রাজমুকুট কিছু মাথা ব্যথার ঔষধ নয়।

১৪২। শকটারোহণে শশমৃগয়া।

১৪৩। শত্রু পলাইলে সকলেই সাহসী।
"চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।"

১৪৪। শৃগাল ফাঁদে ল্যাজ্ হারাইয়া স্বজাতির প্রতি উপদেশ দিল, সকলে ল্যাজ্ কাটাও।

১৪৫। সংসার এক সিঁড়ী, কেউ উঠে, কেউ নাবে।

১৪৬। সূর্য্য মলপিণ্ডের উপর দিয়া গমন করিলে অপবিত্র হন না।

১৪৭। সে ডালের পক্ষী বিক্রয় করে।

১৪৮। সোণার চাবিতে সকল দ্বার খোলে।

১৪৯। সোণার বাগ্‌ডোর হইলেই ভাল ঘোড়া হয় না।

১৫০। স্থির জলে কীটের জন্ম।

১৫১। হস্তী মক্ষিকার দংশন অনুভবে অপারগ।

১৫২। হাঁড়ীচাঁচার পালক ছেঁড়, কিন্তু তাকে চেঁচাইতে দিও না।

১৫৩। ক্ষত চক্ষুতে আলোক পীড়াদায়ক।

স্পানীয় প্রবাদ।

১৫৪। অনলে দগ্ধ বিড়ালের শীতল বারিতে ভয়।

"ঘরপোড়া গরু সিন্দূরে মেঘ দেখে ডরায়।"

১৫৫। অন্ধের দেশে একনেত্র পুরুষ রাজা।

"আদাড় গায়ে শিয়াল বাঘ।"

১৫৬। আগে আমাকে পাড়, তবে জলপাই বলিয়া ডাকিও।

"না আঁচালে বিশ্বাস নাই।"

১৫৭। এক বাল্‌তি জলের চেয়ে, একটা মিষ্ট কথায় অধিক নির্ব্বাণ করে।

১৫৮। এক মুষ্টি উপস্থিত বুদ্ধি, এক চাঙ্গারী বিদ্যার সমতুল্য।

১৫৯। কলসী পাতরকে আঘাত করুক্‌, আর পাতর কলসীকে আঘাত করুক, কলসীরই সর্ব্বনাশ।

১৬০। কাজের বেলা গা শীহরে, খাবার বেলা ঘর্ম্ম ঝরে। "কাজে কুড়ে ভোজনে ডেড়ে, বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে।"

১৬১। কুঁজো আপন কুঁজ দেখিতে পায় না, পরের দেখিতে পটু।

১৬২। "গয়াং গচ্ছ," "নাস্তি" বাটী গমনের পথ।

১৬৩। চোটের তাড়না সহ হইলে নেহাই।
হাতুড়ী যদ্যপি হও চোট মার ভাই॥

১৬৪। ছুরীর মার * মিটে, কিন্তু জিহ্বার মার মিটে নয়।

১৬৫। তিন জনের যে গুপ্ত কথা, তাহা সকল লোকের গুপ্ত কথা।

১৬৬। তিনটী বিষয়ে আনে মানুষের কাল।
খর রৌদ্র, রাত্রে ভোজ, আর চিন্তাজাল।

১৬৭। দরিদ্র হইলে দাতা, ধনী হইলে কৃপণ।

---

* প্রহার।

১৬৮। দুই উকীলের মধ্যে মূর্খ মওয়াক্কেল, যেন দুই বিড়ালের মধ্যে একটী মাছ।

১৬৯। দুই চক্ষু অপেক্ষা চারি চক্ষুতে অধিক দৃষ্ট হয়।

১৭০। দুই জনের মধ্যে গুপ্ত কথা, ঈশ্বরের গুপ্ত কথা।

১৭১। পঙ্গু অপেক্ষা মিথ্যাবাদী শীঘ্র ধরা পড়ে।

১৭২। পরের হাতদিয়া গর্ত্তথেকে সাপ বাহির করা।

১৭৩। বৈদ্যদের ভ্রম যত, পৃথিবীর গর্ত্তগত।

১৭৪। মহিলা মদিরা আর তামাক ও তাস।
মানুষের এই চারে্য বুদ্ধি হয় নাশ॥

১৭৫। মাতাল আর ষাঁড়কে পথ ছাড়িয়া দেও।

১৭৬। মামলার পিরীতে ধন নাশ, বৈদ্যের পিরীতে দেহ নাশ।

১৭৭। যার গরু হারায়, সে সর্ব্বদাই ঘণ্টার শব্দ শুনে।

১৭৮। যেখানেতে কম জোর, সেই খানে ছিঁড়ে ডোর।

১৭৯। নির্দ্দোষ খচ্চর যে জন চায়,
পদব্রজে যেন সে জন যায়।

১৮০। যে জন সমাজে নাহিক মিসে।
হইবে তাহার সুজ্ঞান কিসে?॥

১৮১। যে বন্ধু পাখাদিয়ে ঢেকে্য ঠোঁট দিয়ে ঠুক্‌রে মারে, সে বন্ধুকে ত্যাগ কর।

১৮২। যে স্থানে গভীর নীর, সেই স্থান সদা স্থির।
১৮৩। সত্য, তেলের মত, উপরেই ভাসিয়া উঠে।
১৮৪। হাট ভাঙ্গিলে নির্ব্বোধের উদ্যোগ আরম্ভ।
১৮৫। হাতের ঢিল আর মুখের কথা, ছাড়িয়া দিলে আর ফেরে না।

পোর্তুগীস প্রবাদ।

১৮৬। হবু কাল কে দেখেছে?
১৮৭। আলস্য দরিদ্রতার কুঁজী কাঠী।
১৮৮। উত্তম খাদ্য বটে, কিন্তু অগ্নিমান্দ্য।
১৮৯। এক গাধার অনেক স্বামী হল্যে সে নেক্ড়ের গর্ব্তস্থ হয়।
১৯০। করাঘাতে শশারু নষ্ট করা অনুচিত কর্ম্ম।
“ অর্থাৎ তাহাতে আপনারই হানি।”
১৯১। কালো মন অপেক্ষা রাঙ্গা মুখ ভাল।
১৯২। তার মাথা আছে বটে, কিন্তু আল্পিনেরও মাথা আছে।
১৯৩। দয়িতা আর দর্পণ সর্ব্বদা বিপদাক্রান্ত।

১৯৪। নারী আর কুক্কুটী অধিক ভ্রমণে পথভ্রষ্ট।

১৯৫। পুরুষ অনল সম, রমণী কাপাস।
শয়তান জ্বেলে দিয়ে করে সর্ব্বনাশ॥
"ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্
তস্মাৎ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্বুধঃ।"

১৯৬। বাঘের দাঁত গেলেও ইচ্ছা যায় না।

১৯৭। ভেড়ার লাথীতে নেক্‌ড়িয়ার আনন্দ।

১৯৮। মধু, গাধার মুখের জন্যে নয়।

১৯৯। মুখাবরোধ করাতেই নির্ব্বিরোধে আছি।
"বোবার শত্রু নাই।"

২০০। সুবিমল জল যদি তোমার হে চাই।
নির্ঝর হইতে তবে তোল তাহা ভাই॥

২০১। যেই জন মাছ ধরে। সে যেন না জলে ডরে॥
"মাছ ধর্‌তে গেলেই কাদা মাখ্‌তে হয়॥"

২০২। যে কুকুর অধিক ডাকে, তার কামড় বড় কম।

২০৩। যে দ্বারের অনেক চাবী, তার প্রতি সাবধান।

২০৪। লাঠি হস্তে যে সন্ধি, সে সন্ধি নহে, বিগ্রহ।

২০৫। সমুদ্রে বারি প্রদান।
"সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ।"

ওলন্দাজী প্রবাদ।

২০৬। অন্ধের কেশ মুণ্ডন।
"শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া।"
২০৭। অল্পকালে পাকে যেই, ত্বরায় পচে সে।
অল্পকালে জ্ঞানী হৈলে, শীঘ্র যায় টেসে।
২০৮। অস্ত্র, নারী, আর গ্রন্থ প্রত্যহ দেখা আবশ্যক।
২০৯। আগুনের উপর তৈল দান।
"জ্বলন্ত অনলে ঘৃতের আহুতি।"
"কাটা ঘায়ে লুণের ছিটে।"
২১০। আনাড়ী ছুতারেরই অধিক খুঁচির প্রয়োজন।
২১১। আপনার লেপের সীমা পর্য্যন্ত পা ছড়াও।
২১২। আলস্য ক্ষুধার জন্মদাতা, আর চৌর্য্যের সহোদর।
২১৩। উৎক্রোশ কখন কপোতের জন্ম দেয় না।
২১৪। এক ঘরে যুগল মোরগে সদা দ্বন্দ্ব।
বিড়াল মূষিকে সেইমত ভাব মন্দ॥
বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা সে রূপ প্রকার।
কলহ কোন্দল কত করে অনিবার॥

২১৫। একটা ঘেয়ো ভেড়ায় খোঁয়াড় নষ্ট।
"একবিন্দু গোমূত্রে এক কলসী দুদ নষ্ট।"

২১৬। এক পিপা সির্কা অপেক্ষা একগণ্ডূষ সর্বতে অধিক মাছী আটকে।

২১৭। এক লাঙ্গলে, গাধা ও বলদের ভাল যোগ হয় না।

২১৮। কচী ফেক্ড়ী নত হয়, গুঁড়ী কভু নয়।

২১৯। কাঁটা খোঁচার আঘাত বড়। দুষ্ট জিহ্বার আঘাত দড়।

২২০। কাণ পাত্লা ছেল্যেদের প্রতি সাবধান। কারণ ছোট কলসীর বড় কাণা॥

২২১। কুক্কুট আপন গোবর গাদায় মহাবীর।
"শৃগাল আপন কোটে সিংহ।"

২২২। কুকুরকে আদর দিলে কাপড় ময়লা করে।
"কুকুরকে নাই দিলে মাথার উপর চড়ে।"

২২৩। খরগোশেরাও মৃত সিংহের দাড়ী ধরিয়া টানে।
"হাবড়ে পড়িলে হাতী ব্যাঙ্গে মারে চাট॥"

২২৪। গর্জ্জনকারী বিড়াল অত্যল্প ইন্দুর ধরে।
"যত গর্জ্জে তত বর্ষে না।"

২২৫। গাদাকে যব দিলেও সে কাঁটা ঘাসের তত্ত্বে দৌড়ে।
"তথাপি জন্মবিটপিক্রোড়ে মনো ধাবতি।"

২২৬। গাদা দানা বয়ে মরে, ঘোড়াতে আহার করে।
"চিনীর বলদ।"

২২৭। গোলাব ঝরিয়া পড়ে, কিন্তু কাঁটা চিরকাল থাকে।

২২৮। চালিত লাঙ্গল ফালে চাক্‌চিক্য বাড়ে।
স্থির নীরে কেবল দুর্গন্ধ মাত্র ছাড়ে॥

২২৯। চিত্রিত পুষ্পে গন্ধ নাই।

২৩০। চিরকাল গাধা চড়া অপেক্ষা, এক বৎসর ভাল ঘোড়াতে চড়া ভাল।

২৩১। চোরের গৃহে চুরি করা দুঃসাধ্য।

২৩২। জনশ্রুতির নাম অর্দ্ধমিথ্যা।

২৩৩। জালে না পড়িলে কাৎলা বলিয়া চীৎকার করি-ওনা।

২৩৪। জোয়ার মাত্রেরই ভাটা আছে।

২৩৫। ঢাক বাজাইয়া খরগোশ ধরা।

২৩৬। তাঁর এক ঝুড়ি জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু ঝুড়িটী তলা ফুট।

২৩৭। তাকে আঙুলটী দিলে সে তোমার হাতটী ধর্‌বে।
" বস্‌তে পেলে শুতে চায়।,,

২৩৮। তার শিশার ছুরীর ন্যায় ধার।

২৩৯। তিমির আর তমস্বিনী চিন্তার জননী।

২৪০। তুষ ছাড়া তণ্ডুল নাই।

২৪১। ধূমহতে পলাইয়া অগ্নিতে পতন।

২৪২। নষ্ট নারী যার, ধরায় নরক তার।

২৪৩। না আছাড় খেলে সুন্দর পা হয় না।
"ঠেকে শেখা।"

২৪৪। নূতন জোড়া না পাইলে পুরাণ জোড়া ছেড় না।

২৪৫। নেড়ো পোতা গাছ তেজাল হয় না।

২৪৬। পাতায় লতায় ভয় হইবে যাহার।
সে যেন না যায় কভু বনের মাঝার।

২৪৭। প্রথম ঘাতেই গাছ পড়ে না।

২৪৮। বংশ-মাহাত্ম্য-অপেক্ষা মনের মাহাত্ম্য সমধিক পূজ্য।

২৪৯। বড় গাছেই বড় ঝাড়।

২৫০। বড় বক্তারা ছোট কর্ত্তা।

২৫১। বড় বিদ্বান্ হলেই বড় জ্ঞানী হয় না।

২৫২। বড় বিজ্ঞেরা বড় অধার্ম্মিক।

২৫৩। বহু কাল কূপে কুম্ভ গিয়ে বার বার।
পরিশেষ তনু তার হৈল চুর মার।

২৫৪। বাঘের সহিত তার গর্জ্জন প্রভব।
ভেড়ার সহিত কিন্তু ছাড়ে ভ্যা ভ্যা রব।

২৫৫। বাছুর ডুবিলে পর কূপের মুখ রুদ্ধ কর।

২৫৬। বিড়াল ইন্দুর ধরিবার সময় মেও মেও ডাক ছাড়ে না।

২৫৭। বিড়ালে মারিলে ঘুম, ইন্দুরে স্বত্তোর ধুম॥
“ বামুন গেল ঘর, তো লাঙ্গল তুলে ধর। ,,

২৫৮। ব্যাং সোণার পিঁড়িতে বসিলেও, ডোবা দেখ্‌লে লাফ দিবে।
“ঢেকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।”

২৫৯। ভিকারীর হাত তলাফুটা ঝুড়ী।

২৬০। মধু বটে বড় মিষ্টি, মৌমাছীর হুলরিষ্টি।

২৬১। মক্ষিকারে হস্তী জ্ঞান, ইন্দুরঢিবীতে পর্ব্বত আরোপ।

২৬২। মাটী দিয়ে মুখ ভর্ত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত লোভের শান্তি নাই। অর্থাৎ লোভ আমরণ পর্য্যন্ত সহচর।

২৬৩। যদি ডিম্ব খেতে সাধ, তবে সহ হংসনাদ।

২৬৪। যদি সবে আপনার নাছ্‌ ঝেঁটাইত।
তবে রাজ পথমাত্রে বিমল থাকিত।

২৬৫। যার মধুর প্রয়োজন, সে যেন মৌমাছীর হুলে ভয় করে না।

২৬৬। যাহাতে ব্যয় নাই, তার আবার মূল্য কি।

২৬৭। যাহার মাখনের মাথা, সে যেন উনেনের নিকট না যায়।
“ননীর পুতুল নয় যে রৌদ্র পেলে গল্যে যাবে”।

২৬৮। যে ইন্দুরের এক মাত্র গর্ত্ত, সে শীঘ্র ধরা পড়ে।

২৬৯। যে কুকুরের মুখে হাড়, তার বন্ধু কোথায়।

২৭০। যেখানে চুল নাই, সেখানে চুল বাঁধা নোং-রামী।

"শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া।"

২৭১। সমধিক গাঢ় হয় যে খালের তল।
সেই খালে আগে বাগে বেগে ধায় জল॥

২৭২। রসুয়ে আর ভাণ্ডারীতে ঝকড়া লাগিলে কে ঘি চোর তাহা জান্তে পারা যায়।

২৭৩। রাজমুকুট শিরঃপীড়ার ঔষধ নয়।

২৭৪। ল্যাজ না খসলে গরু ল্যাজের মূল্য বুঝতে পারে না।

"দাঁত থাকাতে দাঁতের মরম জানে না।"

২৭৫। শূওরের পেট ভরিলেই ডাবা উপুড় করিয়া ফেলে।

২৭৬। সত্যকালের পুত্র।

২৭৭। স্বর্ণ অঙ্গুরী ধারণ করিলেও যে বানর সেই বানর।

"তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ।"

২৭৮। হংসী চীৎকার করে, কিন্তু কামড়ায় না।

২৭৯। ক্ষীণসূতা আস্তে টান।

২৮০। ক্ষুধাই উত্তম চাট্‌নী।

২৮১। ক্ষুধার্ত্ত জঠরের কর্ণ নাই।

২৮২। ক্ষেত্রের পক্ষে উত্তম সার, কৃষকের নয়ন আর চরণ।

দিনামার প্রবাদ।

২৮৩। অধিক উচ্চে উঠিতে চেষ্টাই অধঃপাতে যাই-বার পথ।

২৮৪। অনেকের যুক্তি লৈয়ে যে রচে আলয়।
তার ঘর বাঁকা টেড়া হইবে নিশ্চয়॥

২৮৫। অন্ধ দেখিতে অক্ষম বলিয়া আকাশের নীলবর্ণ কম হয় না।

২৮৬। অপ্রিয় অতিথি হন সেরূপ গৃহীত।
লবণের যোগ যথা চক্ষের সহিত॥

২৮৭। অভাব আর প্রয়োজন, বিশ্বাস এবং শপথ ভঞ্জনকারী।

২৮৮। অর্দ্ধ সম্পন্ন কর্ম্ম মূর্খকে দেখাইবে না।

২৮৯। অল্প আগুনে শীত হরে, অধিক আগুনে পুড়িয়ে মারে।

২৯০। আকরোটের গাছ, গাদা, আর কুন্দলিয়া

নারী। এ তিনকে না ঠেঙ্গালে কোন ফল পাওয়া যায় না।

২৯১। আশা একটী ডিম্ব, কেহ কুসুম পায়, কেহ শ্বেতাংশ পায়, কারো ভাগ্যে খোলা সার।

২৯২। আশা জাগ্রত স্বপ্ন।

২৯৩। ইন্দুরের পেট ভরিলে অন্ন ব্যঞ্জন তিত লাগে।

২৯৪। উকীল আর চিত্রকার ইহারা অচিরাৎ কালোকে শাদা, শাদাকে কালো করিতে পারে।

২৯৫। করিবারে পারি পর নয়ন মুদ্রিত।
করিবারে নারি কিন্তু তাহারে নিদ্রিত॥

২৯৬। শৃগাল হংসালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক কহিল "হংসেভ্যো নমঃ।"
"বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ।"

২৯৭। শৃগালের লোম খসে, কিন্তু চাতুরী খসে না।

২৯৮। সকল কর্ম্মই প্রথমে বড় কঠিন, এই কথা বলিয়া চোর নেহাই চুরি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

২৯৯। সকল গুলীতে পাখী মারা যায় না।

৩০০। সততা বিরহে রূপলাবণ্য সুবর্ণের খাদ।

৩০১। কাণা পায়রাও কখন কখন গম খুঁটিয়া খায়।

৩০২। কামারের ছেলেদের, অগ্নি কণার ভয় কি?

৩০৩। কুকুর যে বর্ণের হোক্, কুকুর ভিন্ন অরার কিছু নহে।

৩০৪। কুক্কুট না ডাক্‌লেও প্রভাত হয়।
"যে দেশে কাক নাই, সে দেশে কি রাত পোহায় না?"

৩০৫। কুলা হাতে দিয়া কন্যার পরীক্ষা, নাট রঙ্গে তাহার পরীক্ষা নহে।

৩০৬। কোমল বচন ও কমনীয় বদনই নারীদিগের ভূষণ।

৩০৭। গাছ পড়লে তাহার উপর চড়া সহজ কর্ম্ম।

৩০৮। গাধা সোণার ছালা বহুক, কিন্তু তা বল্যে কাঁটা ঘাস কম কর্যে খাবে না।

৩০৯। চড়ুই পাখীর উচিত নহে সারসের সঙ্গে নৃত্য করা।
"ছাতারের নৃত্য"

৩১০। জঙ্গলা গাছ অল্প কাল মধ্যে বাড়ে, কিন্তু বহুকাল থাকে।

৩১১। জঙ্গলে গাছের নিপাত নাই।

৩১২। ডিম্ব আর শপথ, ক্ষণভঙ্গুর পদার্থ।

৩১৩। তামার ডেকের সহিত ঝগড়ায় মাটীর হাঁড়ীর উপকার নাই।

৩১৪। তুফান না থাক্‌লে হাল্যে বসা সহজ কর্ম্ম।

৩১৫। দশনে সর্ব্বদা রসনাঘাত একত্রে বাস হল্যে কি হবে।

৩১৬। নষ্ট নারী শয়তানের গুলম্যাক্‌।

৩১৭। পরিশ্রমের শিকড় তিত, কিন্তু ফল মিষ্ট।

৩১৮। পাপ বৃক্ষ রোপণে পাপ ফল লাভ।

৩১৯। পাপ শিক্ষায় গুরু মহাশয়ের প্রয়োজন নাই।

৩২০। পিয়াজ, ধূম, নষ্টনারী,
চক্ষে আনে অশ্রুবারি।

৩২১। পুরাণ ডাল নোয়াইলেই ভাঙ্গিয়া পড়ে।

৩২২। ভরাপেটে উপবাসের প্রশংসা।

৩২৩। ভুঞ্জিবারে সাধ যার অনলের তাপ।
তাহাকে সহিতে হয় ধূম আর ভাপ॥

৩২৪। ভেড়ার উপর বাঘ বিচারপতি হল্যে ঈশ্বর রক্ষাকর্ত্তা।

৩২৫। ভেড়ার ছা ভক্ষণে, বাঘের বৈরক্তির বিষয় কি?

৩২৬। মর্চ্যা লোহা ক্ষরে, হিংসা নিজ কলেবরে।

৩২৭। মাথার উপরে পাখী উড়ুক, কিন্তু যেন চুলে বাসা না করে।

৩২৮। মিথ্যা কথা লাটিন ভাষা হইলে সকলেই পণ্ডিত হইত।

৩২৯। মূর্খের প্রতি উপদেশ, হাঁসের গায়ে জল নিক্ষেপ।

৩৩০। যত পার থাক পাখী আকাশ উপরে।
ধরায় নামিতে হবে আহারের তরে॥

৩৩১। যত ময়লা নাড়িবে, ততই দুর্গন্ধ ছাড়িবে।

৩৩২। যাকে সাপে কামড়াইয়াছে, তার বাইনমাছকেও ভয়।

"ঘর পোড়া গরু সিন্দূরে মেঘে ভয়,,॥

৩৩৩। যার প্রত্যেক ঝোড়ে ভয়, সে কখন বনে যেতে পারে?

৩৩৪। যে জন না লয় কভু সস্তা উপদেশ।
সেই কিনে অনুতাপ মহার্ঘ বিশেষ॥

৩৩৫। যে ব্যক্তি অনেক উচ্চে লম্ফ দিবে, সে ব্যক্তি অনেক দূর দৌড়ুক।

৩৩৬। রাজ সদনে অবস্থান, নরকের স্বল্প সোপান।

৩৩৭। রেসমের জিহ্বা আর শণের হৃদয় প্রায় সহচর।

৩৩৮। বড় নদী, বড় মানুষ আর বড় রাস্তা এই তিনই মন্দ প্রতিবাসী।

৩৩৯। বয়সে অনেকের মাতা শাদা হয়, কিন্তু স্বভাব শাদা হয় না।

৩৪০। বহু সংখ্যক রেণুতে জাহাজ মারা পড়ে।

৩৪১। বিড়ালের খেলা মূষিকের মৃত্যু।

৩৪২। শিকল কামড়ালে কুকুরের নিষ্কৃতি নাই।

৩৪৩। শূন্য শকটেই অধিক শব্দ।

৩৪৪। শৃগাল যখন রাজহংসীর উপদেশ কর্ত্তা, তখন রাজ হংসীর গ্রীবাদেশ বিপদাক্রান্ত।

৩৪৫। শৃগাল যে কালে মুখে লয়ে হংসবরে।
দ্রুত বেগে গতি করে, কানন ভিতরে॥
হংসবলে কেয়া মজা কর দরশন।
যথাসুখে করিতেছি তুরঙ্গ ভ্রমণ॥

৩৪৬। শ্বেত কেশ মৃত্যুকুসুমের মুকুল।

৩৪৭। সন্ধ্যা হল্যে পর দিন ভাল বলিয়া ব্যাখ্যা কর।

৩৪৮। সদ্গুণ বিহীন রূপ, গন্ধহীন গোলাব।
"নির্গন্ধ ইব কিংশুকঃ।"

৩৪৯। স্বর্গদ্বার ব্যতীত সকল দ্বারই সোণার চাবীতে খোলা যায়।

৩৫০। হংসীর জন্যে জুতা নির্ম্মাণের ফল কি?

৩৫১। হাঁটীবার পূর্ব্বে হামাগুড়ি।

৩৫২। হিংসা জ্বররোগ হইলে জগৎ শুদ্ধ পীড়িত থাকিত।

৩৫৩। ক্ষতির পর উপদেশ, মৃত্যুর পর ঔষধ।
"পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ।"

৩৫৪। ক্ষুদে কুকুর, শিং ছাড়া গোরু আর বাউনে মানুষ, ইহারা প্রায় অহঙ্কারী।
"কাণা খোঁড়া একগুণ বাড়া"

———

ফরাসী প্রবাদ।

৩৫৫। অতিথি আর মৎস্য তিন দিনের পর বিষ।

৩৫৬। অর্থ উৎকৃষ্ট ভৃত্য, কিন্তু অপকৃষ্ট প্রভু।

৩৫৭। অধিক টেপাটেপীতে বাইন্ মাছ হাত ছাড়া হয়।

৩৫৮। অন্ধকারে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গও জ্বলিতে থাকে।

৩৫৯। আইনের নাক মোমে নির্ম্মিত।

৩৬০। আকাশে দুর্গ নির্ম্মাণ।

৩৬১। আঁখি দেখে নাই যারে, মন নাহি শোচে তারে।

৩৬২। আণ্ডার লোভে মুর্গী হত্যা করা।

৩৬৩। আল্‌পিনের তল্লাসে মোমবাতী জ্বালান।

"ভেড়ার কল্যাণে মহিষ বলী।"

৩৬৪। উকীলের বগ্‌লী নরকের দ্বার।

৩৬৫। উকীলদের বাটী মূর্খদের মুণ্ডে নির্ম্মিত।

৩৬৬। এক প্রেকে অন্য প্রেক বাহির করে।

"কাঁটা দিয়ে কাঁটা বাহির করা"

"জল দিয়ে জল বাহির করা"

৩৬৭। একটু সুখের জন্য সহস্র দুঃখ।

৩৬৮। ঔষধের বড়ি চিবিও না, গিলে খাও।

৩৬৯। কয়লার মুটেও আপন ঘরে প্রভু।

৩৭০। কণ্টক শূন্য গোলাব নাই।

"পদ্মের মৃণালে কাঁটা।"

৩৭১। ফাঁসীতে যার প্রাণ গত, তার ঘরে ডোরের কথা উল্লেখ করা অনুচিত।

৩৭২। কুকুর ডুবিয়ে মরিবার সময় লোকে বলে কুকুরটা খেপিয়াছে।

৩৭৩। কুকুরকে অতিক্রম করিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত মিষ্ট কথার প্রয়োজন।

৩৭৪। কুকুরকে স্নানই করাও আর তাহার লোমই আঁচ্‌ড়াইয়া দাও, যে কুকুর সেই কুকুরই থাকিবে।

"কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ"

৩৭৫। কুঁজ আপনার কুঁজ্‌ দেখ্‌তে পায় না, পরের দেখ্‌তে পটু।

৩৭৬। কোন ব্যক্তিকে ভাল করে জানিতে হইলে তাহার সহিত এক কাঠা লুণ খাওয়া আবশ্যক।

৩৭৭। কৃপণ আর শূকর না মরা পর্য্যন্ত কোন উপকারে আইসে না।

৩৭৮। খাসা খাঁচা বলিয়া পক্ষীর নিস্তার নাই।

৩৭৯। গাধা সাধারণের সম্পত্তি হইলে বোঝাইয়ের বেলা বড় শক্তাশক্তিতে পড়ে।
"সাজার মা গঙ্গা পায় না"।

৩৮০। গাধার শির-ধোলায়ে সময় ও সাবান ক্ষয়।
"গাধা পিটে কখন ঘোড়া হয়?"

৩৮১। গাধার নিকটে রেশম চাওয়া।

৩৮২। গাধার জন্যে মধু নহে।
"চাসা কি জানে মধুর স্বাদ"।

৩৮৩। গাধার যদি তৃষ্ণা না থাকে, তবে তুমি তাহাকে কখনই জল খাওয়াইতে পার না।

৩৮৪। গোলাব অপেক্ষা শূওরের কাছে ভূষী অধিক প্রিয়।

৩৮৫। চন্দ্রেরও কলঙ্ক আছে।

৩৮৬। চক্ষুর অন্তর হইলেই মনের অন্তর।

৩৮৭। চুনা পুঁটী রাঘববোয়ালের খাদ্য।

৩৮৮। জল ঘোলা হইলে মাছ ধরিবার সুযোগ।

৩৮৯। তাড়া দেওয়া পক্ষী ধরিবার উত্তম পন্থা নহে।

৩৯০। তুফান না থাকিলে সকলেই মাঝি।

৩৯১। দাঁড়কাককে লালন পালন করিলে সে তোমার চক্ষু উৎপাটন করিবে।

৩৯২। যাহার ক্ষতি হইবার পদার্থ নাই, সে ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়।

৩৯৩। দিন যতই দীর্ঘ হউক, কিন্তু তাহার অবসান আছে।

৩৯৪। দিবা দুই প্রহরে লাল্ঠন লওয়া।

৩৯৫। দুরন্ত গাভী বহু দুগ্ধবতী।

৩৯৬। ধুঁয়া, বন্যা, কুন্দুলে নারী,
জীবনের ক্ষয়কারী।

৩৯৭। নদীতে জল প্রদান।
"সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ।,,

৩৯৮। নষ্ট লোককে ফাঁসীকাষ্ঠ হইতে নামাইলে সে তোমাকে টাঙ্গাইয়া দিবে।

৩৯৯। নিতান্ত কোমল হৃদয়া জননী।

৪০০। নেবা চক্ষে সকলই হরিদ্রা বর্ণ।

৪০১। পরহিংসায় কাণ পাতিলেই পরহিংসক হতে হয়।

৪০২। পাঁচটী পদার্থ সংসারে অপদার্থ—
রণপ্রিয় পুরোহিত।
চক্ষুর্লজ্জাশীল বিচারপতি।
ভীরু সেনাপতি।
দুর্গন্ধদেহী নাপিত।
আর পাঁচড়াক্ষত হালুয়াই।

৪০৩। পিঠা আর লহনার কারবার ভাঙ্গাই কর্ত্তব্য।

৪০৪। প্রথম ঘাতেই গাছ পড়ে না।

৪০৫। প্রথম পদক্ষেপই বড় কঠিন।

৪০৬। প্রাচীরেরও কান আছে।

৪০৭। ফলভারাবনত বৃক্ষেই লোকে লোষ্ট্রক্ষেপ করে।

৪০৮। ভালুক মারার পূর্ব্বে তাহার চামড়া বিক্রী করিও না।

"কালনিমার লঙ্কা ভাগ।"

৪০৯। ভেড়া বাঁচাইয়া তাহার পশম লোকসান ভাল।

৪১০। মালীর কুকুর সেটা, নিজে নাহি খায়।
পরে নিতে এলে শাক তাহারে তাড়ায়।।

৪১১। মাছদিগকে সাঁতার শিখিও না।

৪১২। মুদিতমুখে মাছি প্রবেশ করিতে পারে না।

"নীরবের শত্রু নাই" "সবসে চুপ ভাল।"

৪১৩। যতই সেলায়ে কারিগরী, ততই চোরে * চেরা-চিরি।

"বজ্র আঁটুনী, ফস্কা গিরা।"

৪১৪। যত দিবে নাড়া চাড়া, ততই গন্ধ ছাড়্‌বে বাড়া।

৪১৫। যদি ট্যাঁকে টাকা নাই, মুখে মধু রাখ ভাই।

৪১৬। যদি মাখনে মাথা হয়, তবে হালুয়াইকর হইও না।

৪১৭। যমের লক্ষ্য দরিদ্রের গরু, আর ধনবানের পুত্রের প্রতি।

৪১৮। যাঁতা এবং উনুনের নিকট এক কালেই উপস্থিত থাকা অসম্ভব।

৪১৯। যার নেকড়িয়ার সঙ্গে বাস, সে হোয়া হোয়া ডাক ছাড়বে।

৪২০। যাহার মোমের মাথা, সে যেন আগুণের নিকট না যায়।

৪২১। যাহার অনেক কন্যা, তাহার সর্ব্বদাই রাখালবৃত্তি।

৪২২। যাহা আজ ভাল, তাহা চিরকাল ভাল।

৪২৩। যে করে বচন ব্যয় সে করে রোপণ।
সে করে আদায় শস্য, যে করে শ্রবণ॥

৪২৪। যে কূপের জল খাবে তাতে থুথু ফেলিও না।

৪২৫। যেখানেতে কম জোর, সেই খানে ছিঁড়ে ডোর।
"যেখানেতে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধে হয়।"

৪২৬। যে জন পথে ছড়ায় কাঁটা, তার যেন থাকে জুতা আঁটা।

৪২৭। যে দিগে বাতাস, সেই দিগে পালী তোল।

৪২৮। যেজন পাপে ক্ষমা করে, সেজন পুণ্য করে।

৪২৯। যেরূপ বিছানা পাড়িবে, সেইরূপ শয়নে সুখলাভ করিবে।

৪৩০। রাত্রিকালে সকল বিড়ালই সমান শাদা।

৪৩১। লম্বা লাফ দিবার সময় দুহাত পিছে হটা ভাল।

৪৩২। ল্যাজ থাকিতে গরু তাহার মূল্য বুঝিতে পারে না, ল্যাজ হারাইলেই বুঝিতে পারে।

"দাঁত থাকিতে কেহ দাঁতের মর্য্যাদা জানে না।"

৪৩৩। লোণা ইলিশের জালায় চিরকাল গন্ধ।

৪৩৪। বলদের সম্মুখে লাঙ্গল যোজন।

৪৩৫। বড় বক্তারা বড় কর্ত্তা নহে।

৪৩৬। বানরের ন্যায় বিড়ালের থাবা যোগে উনন হইতে আলু বাহির করা।

৪৩৭। ব্যবহার অপেক্ষা মর্চ্যায় অধিক ক্ষয়।

৪৩৮। বিনির্গলৎ প্রস্তরে শৈবাল সঞ্চয় হয় না।

৪৩৯। বিষমরোগে বিষম চিকিৎসা।

" বুনওলে বাগা তেঁতুল।"

৪৪০। বুড় গরু ভাবে সে কখন বাছুর ছিল না।

৪৪১। বৃষ্টির ভয়ে জলে ঝাঁপ দেওয়া।

৪৪২। শত বৎসরের চিড়্চিড়িনিতে এক পয়সার ঋণ শোধ হয় না।

৪৪৩। শোয়ারের চক্ষুতেই ঘোঁড়ার পুষ্টি।

৪৪৪। স্বর্গস্থ হবার অপেক্ষা লোকে নরকস্থ হতে অধিক চেষ্টা পায়।

৪৪৫। সাঁকো, ভাঙ্গা, নদীর কাছে,
ভৃত্য আগে কর্ত্তা পাছে।

৪৪৬। সিংহের ল্যাজ হওয়া অপেক্ষা কুকুরের মুণ্ড হওয়া ভাল।

৪৪৭। সূর্য্য প্রদর্শনার্থ মশাল জ্বালা।

৪৪৮। সে ঝাড়ে বন, অন্যে ধরে পাখী।

৪৪৯। সে ভাল উকীল বটে, কিন্তু মন্দ প্রতিবাদী।

ফরাসীপ্রবাদ সমাপ্ত।

বাদাগাদিগের প্রবাদ।

বাদাগা জাতি নীলগিরির আদিম নিবাসী। তাহারা উটকামুণ্ডের নিকটে বাস করে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকানেক কৌতুকাবহ আচার ব্যবহার আছে। ভারতবর্ষের পার্ব্বতীয় জাতি সমূহের প্রবাদাবলী সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রচার করিলে সবিশেষ ফল আছে; যে হেতু তদ্দ্বারা তাহাদিগের পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত এবং সামাজিক অবস্থার সূত্র পাওয়া যাইতে পারে।

৪৫০। অলস লোকেরা ময়ূরের ন্যায় বৃষ্টিকে ভয় করে।

৪৫১। আপনার রূপাতে যখন খাইদ্ মিশাল, তখন সেকরার সঙ্গে ঝগ্ড়া কেন?

৪৫২। আপনার ভেয়ের কাপড় পরা আর বাঘের চামড়া পরা সমান।

৪৫৩। উনুই বন্ধ করা যায়, কিন্তু পরের মুখ বন্ধ করা যায় না।

৪৫৪। এক ফোঁটা ঘী বাঁচাতে গিয়ে কলসী শুদ্ধ গেল।

৪৫৫। এক লাঙ্গলে মহিষ আর বলদ্ জুতিলে বলদ টানে বাদার দিকে, মহিষ টানে পাহাড়ের দিকে।

৪৫৬। এক খানা আঙ্গারে আলো হয় না।
একাকী পথিক পথ পায় না॥

৪৫৭। কর্ণহীনে বেহালার কিবা প্রয়োজন।
কি কায দর্পণে বল অন্ধ যেই জন॥

৪৫৮। কুটুম্বকে বিদায় দেওয়া নাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে এম্নি ধোঁয়া দেওয়া যে কুটুম্ব পালাতে পথ পান না।

৪৫৯। গোলাতে কত ধান আছে, তা কি রাখাল জানে?

৪৬০। গোলাম যদি বাদ্সা হয়।
তবে রাত্রিকালেও ছাতা বয়॥

৪৬১। তৃপ্তিতেই হাঁচীর জন্ম, অধিক কথায় বিবাদের জন্ম।

৪৬২। ধনলোভী নর, উচ্চতরু ফলধর।
নাগাল না পাওয়া যায় তাহার অন্তর॥

৪৬৩। পাগ্‌ড়ী এককের্‌ হউক, আর দশফের্‌ হউক তবু সে পাগ্‌ড়ী।

৪৬৪। বড়লোকে বুন হাতী করয়ে প্রণতি।
পিপীড়াঁও ঢিল মারে ছোট লোক প্রতি॥

৪৬৫। বন বরাহ কি করিবে হস্তী আরোহীরে।

৪৬৬। বানরেতে দর্পণের জানে কি সম্মান।
শিয়ালেতে দেউলের রাখে না সন্ধান॥

৪৬৭। বোকনা আর যুবতী সদা চপল মতি॥
বিশ্বাস করো না এই উভয়ের প্রতি।

৪৬৮। ভাঙ্গা ঘর আর চিড়্‌ চিড়্যা মাগ সমান দুঃখ দেয়।

৪৬৯। ভাল মানুষের ভাগ্যে তুষ, নষ্টে খায় ভাত।

৪৭০। ভিকারীর পেট ভরিয়া দিলে সে তোমার ঘর চেপে বস্‌বে।

৪৭১। মহিষী দানে পেয়ে কি জিজ্ঞাসে দুধলা কি নয়।

৪৭২। মালিক অভাবে কমল মন্দ।

৪৭৩। মূর্খের দুই চক্ষু অপেক্ষা রাজপুত্র অর্দ্ধ চক্ষুতে অধিক দেখিতে পান।

৪৭৪। যখন ছিলনা কিছু তখন সন্তোষ।
সন্তোষ হইল হত পেয়ে রত্নকোষ॥

৪৭৫। যদি কিছু জ্ঞান তবে কথা কহ ভাই।
নতুবা মারহ চুপ কথা কায নাই॥

৪৭৬। যতক্ষণ হাতে ততক্ষণ শরা খানা।
হাত থেকে ফেলে দিলে খোলা কুচী কাণা

৪৭৭। যেমন মা, তেমন ছাঁ।

৪৭৮। রসনার অগ্রভাগ চিনি দিয়ে মোড়া।
গরলেতে ভরা কিন্তু আছে তার গোড়া॥

৪৭৯। রাক্ষসের মাছী খাওয়ার ন্যায়।

৪৮০। লুণ দিলে ব্যঞ্জনের হাল্‌সানী যায়।
লবণ বিস্বাদ হল্যে কি আছে উপায়॥

৪৮১। লুণ খেকো কুঁকড়ার মত সেটার চীৎকার

৪৮২। সকলি সময়ে ভাল শুন সব ভেয়ে।
বৎসরের শস্যনাশ একবেলা খেয়ে॥

৪৮৩। সর্দারের আগে আগে কর না গমন।
ঘোঁড়া আগে পিছে পিছে সোয়ার যেমন॥

৪৮৪। সুরূপা না পেলে পর, কুরূপারে বিয়ে কর

৪৮৫। সে কখন স্রোতে ভাসে যে জন নৌকায়?

৪৮৬। ক্ষীরেতে মিশালে নীর তবু ক্ষীর কই।
মা হলে রাক্ষসী তবু কি আর মা বই॥

মালেয়ালম্ প্রবাদ।

মালেয়ালম্ ভাষা মালবর উপকূলে ২৫ লক্ষ লোকের ভাষা। ইহার সহিত সংস্কৃত ভাষার ঐক্য আছে। এই প্রদেশই মলয়াচলের অন্তর্গত।

৪৮৭। উন্দুর লেংটে, শূওর, বামুন আর বানর না থাকিলে মালবর স্বর্গ হইত।

৪৮৮। ঔষধ মাড়্‌তে পারে অনেকে, খেতে হয় একেকে।

৪৮৯। কাঁচা কাঠের সাঁকোর মূল্য কালে প্রকাশ পায়।

৪৯০। কাঁটা ধরিয়ে এঁটে সেঁটে।

৪৯১। কাঁঠালের পুরাণ পাতা ঝরিলে নূতন পাতারা হাঁসে না।

৪৯২। কাদা ঘাঁটিলে কাদা মাখ্‌তে হবে।

৪৯৩। কালই সত্যের প্রকাশ কর্ত্তা।

৪৯৪। কুকুর সমুদ্রের মাজখানে গেলেও কেবল জল খাবে।

৪৯৫। কুকুরের দশটা ছাঁ হল্যে কি উপকার, গোরুর এক বাছুরেই যথেষ্ট।

৪৯৬। কুড়ালীর পরখ্ বন কেটো।

৪৯৭। কৃতঘ্নের শীত নাই। অর্থাৎ সঙ্কোচ নাই।

৪৯৮। ক্রোধের চক্ষু নাই।

৪৯৯। গর্ত্তস্থ শূওরকে শীকার করা দায়।

৫০০। গাধা জানে কি কুঙ্কুমের মূল্য?

৫০১। গাধাকে পরালে সাজ ঘোড়া নাহি হয়।

৫০২। গাধার ক্ষুর আলিঙ্গন করিলে যদি কোন ফল থাকে, তবে কর্ত্তব্য।

৫০৩। গাধার পিঠে জোয়াল দিবার সময় কি অনুমতি নিতে হবে।

৫০৪। গাভীর চক্ষে বাছুরটী সোণার জেল্লা।

৫০৫। গৃহ শূন্যের অগ্নিতে ভয় নাই।

৫০৬। ঘর খোলা দিয়ে ছাও, আর পাতা দিয়ে ছাও, তাতে স্থানের কিছু পরিবর্ত্তন হয় না।

৫০৭। ঘোড়ার ছার্ত্তক আর হাতির কদম এক সমান।

৫০৮। ঘোড়ার মাথায় সিং দিলে কেহ মালবরে তাকে আর রাখ্‌বে না।

৫০৯। চক্ষু কাণা না হল্যে কেহ তার মূল্য জানে না।

৫১০। চীৎ হয়ে থু থু ফেল্‌লে আপনার বুকেই পড়ে।

৫১১। চিনীর ভিতর পিঠ যেমন, বাহির পিঠ ও তেমন।

৫১২। ডাকিবার সময় কুকুর কামড়ায় না।

৫১৩। ডিম ফাটাতে লাঠীর প্রয়োজন নাই।

৫১৪। তরঙ্গ ছাড়া সমুদ্রের নড় চড় নাই।

৫১৫। তিত খাওয়া কঠিন বটে, কিন্তু মিষ্টি মুখ থেকে ফেলা আরো কঠিন।

৫১৬। তীরে গিয়েছ বলো হাল্ ছেড় না।

৫১৭। তুমি পড়ো গেলে না হাঁসেন এমন লোক নাই।

৫১৮। দরিদ্রের কথা, শ্রবণের পথ নাহি পায় যথা তথা।

৫১৯। দানে পাওয়া গরুর, দন্ত দেখিবার আবশ্যক কি?

৫২০। দুঃখী লোক ধনী হলো রাৎ দুপরে ছাতা ধরায়।

৫২১। দুওর কাটিবার পূর্ব্বে দেওয়াল উঠাও।

৫২২। দুটী মুখের মধ্যে একটী ঐক্য হয় কি না?

৫২৩। দুষ্ট দস্ত দুগ্ধও তিত।

৫২৪। নখে যাহা কাটা যায় নবীন বয়সে।
বুড়া হলো কুড়ালীর দাঁত নাহি বসে॥

৫২৫। নদীর এক ধার থেকে অন্য ধার সবুজ।

৫২৬। না মরিলে কেহ সোজা হয় না।

৫২৭। নেড়ে পোঁতা গাছে ফল ধরে না।

৫২৮। নৌকাতে দৌড়িলে কি শীঘ্র তীরে যায়।

৫২৯। পতিত বৃক্ষেও এক লাফে উঠা যায় না।

৫৩০। পর্ব্বত কেটে্য পাড়্‌তে হলে সোণার কুড়ল চাই।

৫৩১। পরের দন্ত অপেক্ষা আপনার গুলী অধিক প্রিয়।

৫৩২। পা দিয়ে মাড়ালে না কামড়ায় এমন সাপ নাই।

৫৩৩। পা সরিলে হাতীও পড়ে।

৫৩৪। পিঁপীড়া হাজার চেঁচাইলে মন্দির পতন হবে না।

৫৩৫। পেট ভরা যার সে কি ক্ষুধার্ত্তের কষ্ট জানে।

৫৩৬। পোড়া বিড়ালের শীতল জলেও ভয়।

৫৩৭। বলবানের নিকট একগাছি খড়ও অস্ত্র।

৫৩৮। ভাল সময়ে ১০ নারিকেলের ডাঁপ পুঁতিলে মন্দ সময়ে ১০ টা নারিকেল পাওয়া যায়।

৫৩৯। ভাল সহকারী দ্বার পর্য্যন্ত এলেই যথেষ্ট।

৫৪০। মহিষকে সাঁতার শিখাতে হয় না।

৫৪১। মহিষের নিকট বীণার বাদ্য।

৫৪২। মিষ্টির মধ্যে মুখের মিষ্টিই প্রধান।

৫৪৩। মুর্গীর নিকট ধান চাউলের সমান দর।

৫৪৪। মুর্গীর মাস খাই বল্যে কি মোরগের চূড়া মাথায় দিব?

৫৪৫। যখন দুওর আছে, তখন পাঁচিল ডিঙ্গাইবার আবশ্যক কি?

৫৪৬। যাতে আছে চিনীর গন্ধ, সে হাত চুষ্‌তে সবার আনন্দ।

৫৪৭। যাহা জান না, তাহা বল্যো না।

৫৪৮। যার যাতে জ্ঞান আছে, কেন তাঁকে বলা?

৫৪৯। যেখানে পদার্থ আছে, সেইখানেই মানুষ।

৫৫০। যেখানে বাছুর সেখানে গাই।

৫৫১। যেখানে সূচের সঞ্চার হয়, সেখানে সূতার সঞ্চারও হয়।

৫৫২। যে ছোরাতে কায নাই, তা কাছে রাখা কেন?

৫৫৩। যে জন শেখে চুরি কর্ত্তো।
সেই শেখে ফাঁসিতে মর্ত্তো॥

৫৫৪। রণভূমে কি ছত্রদণ্ড লাভ হয়?

৫৫৫। রাজা, জল, আগুন আর হাতী ইহাদের সহিত তামাসা করিও না।

৫৫৬। রৌদ্রের পরই বৃষ্টির আগমন।

৫৫৭। লড়ায়ে ঘোড়াকে ঘোড়া শালে রাখিলে ফলাভাব।

৫৫৮। লাফ মারিবার পূর্ব্বে জায়গা দেখ।

৫৫৯। লুণ খেলেই জল খেতে হয়।

৫৬০। বন্য মহিষের নিকট বেদ পাঠে ফল কি?

৫৬১। বরং গাভীর দুধ তিত হয়।
তবু প্রবাদ কভু মিথ্যা নয়॥

৫৬২। বাছুরের তরিবতের ভার বাঘের প্রতি।

৫৬৩। বাজীকর হাজার উচ্চে দড়ীর উপর নাচুক, বক-সীসের সময় নীচে আস্‌তেই হবে।

৫৬৪। বাড়ী পুড়িয়ে ছারখার করে ইন্দূর মারিবার ফল।

৫৬৫। বাতাসের জোরে, পাথরও পড়ে।

৫৬৬। বানরের জন্যে সিঁড়ীর দরকার নাই।

৫৬৭। বানরের পদাঙ্গুলে ফুলের মালা।

৫৬৮। বারো বৎসর নলের মধ্যে কুকুরের ল্যাজ রাখিলেও তাহা সোজা হয় না।

৫৬৯। বিড়াল যতবার পড়ুক, পায়ের উপর পড়িবে।

৫৭০। বীজ আগে রোপণ কর, তার পর বেড়া দিও।

৫৭১। বোবার নিকটে তোৎলা মহা জ্ঞানবান্।

৫৭২। সমরে কি কাজ বল বালকের দলে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে কচী নারিকেল ফলে॥

৫৭৩। সমুদ্রে ডুবালেও কলসীতে যাহা ধরিবার তাহাই ধরিবে।

৫৭৪। সব ঘরেতে ঠাকুরুণ দিদী, সব কোমরে ছুরী।

৫৭৫। সোণা খাটী করিবার জন্য বিড়ালের কোন প্রয়োজন নাই।

৫৭৬। স্রোতের দৌড় যত দূর।
গোলা ছোটে তত দূর॥

৫৭৭। স্বরাজ্য হইতে দূরীভূত নরপতি।
গ্রাম ছাড়া কুকুরের সমান দুর্গতি॥

৫৭৮। স্বেচ্ছাচারের ঔষধ নাই।

৫৭৯। হতাশ্বাসে বাঘকেও খড় খাইতে হয়।

৫৮০। হাজার কথার ভার এক ছটাকও নয়।

৫৮১। হাজার রাজার ভৃত্য চেয়ে রাজাকে দেখাই ভাল।

৫৮২। হাট বাজারের ভাওয়ের কথা ভেড়া নাহি জানে।

৫৮৩। হাত না ভিজালে কি মাছ ধরা যায়?

৫৮৪। হাত হতে পড়ে দ্রব্য তুলে লব তায়।
মুখ থেকে পড়ে যদি কি আছে উপায়॥

৫৮৫। ক্ষুধার না চাই চাটনী, নিদ্রার না চাই শয্যা।

৫৮৬। ক্ষুধিত বলদের নিকট একখানা কাপড়ও উপাদেয়।

৫৬১। বরং গাভীর দুধ তিত হয়।
তবু প্রবাদ কভু মিথ্যা নয়॥

৫৬২। বাছুরের তরিবতের ভার বাঘের প্রতি।

৫৬৩। বাজীকর হাজার উচ্চে দড়ীর উপর নাচুক
সীসের সময় নীচে আস্‌তেই হবে।

৫৬৪। বাড়ী পুড়িয়ে ছারখার করে ইন্দূর মারিবার কল।

৫৬৫। বাতাসের জোরে, পাথরও পড়ে।

৫৬৬। বানরের জন্যে সিঁড়ীর দরকার নাই।

৫৬৭। বানরের পদাঙ্গুলে ফুলের মালা।

৫৬৮। বারো বৎসর নলের মধ্যে কুকুরের ল্যাজ রাখিলেও তাহা সোজা হয় না।

৫৬৯। বিড়াল যতবার পড়ুক, পায়ের উপর পড়িবে।

৫৭০। বীজ আগে রোপণ কর, তার পর বেড়া দিও।

৫৭১। বোবার নিকটে তোৎলা মহা জ্ঞানবান্‌।

৫৭২। সমরে কি কাজ বল বালকের দলে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে কচী নারিকেল ফলে॥

৫৭৩। সমুদ্রে ডুবালেও কলসীতে যাহা ধরিবার তাহাই ধরিবে।

৫৭৪। সব ঘরেতে ঠাকুরুণ দিদী, সব কোমরে ছুরী।

৫৭৫। সোণা খাটী করিবার জন্য বিড়ালের কোন প্রয়োজন নাই।

৫৭৬। স্রোতের দৌড় যত দূর।
গোলা ছোটে তত দূর॥

৫৭৭। স্বরাজ্য হইতে দূরীভূত নরপতি।
গ্রাম ছাড়া কুকুরের সমান দুর্গতি॥

৫৭৮। স্বেচ্ছাচারের ঔষধ নাই।

৫৭৯। হতাশ্বাসে বাঘকেও খড় খাইতে হয়।

৫৮০। হাজার কথার ভার এক ছটাকও নয়।

৫৮১। হাজার রাজার ভৃত্য চেয়ে রাজাকে দেখাই ভাল।

৫৮২। হাট বাজারের ভাওয়ের কথা ভেড়া নাহি জানে।

৫৮৩। হাত না ভিজালে কি মাছ ধরা যায়?

৫৮৪। হাত হতে পড়ে দ্রব্য তুলে লব তায়।
মুখ থেকে পড়ে যদি কি আছে উপায়॥

৫৮৫। ক্ষুধার না চাই চাট্‌নী, নিদ্রার না চাই শয্যা।

৫৮৬। ক্ষুধিত বলদের নিকট একখানা কাপড়ও উপাদেয়।

তামল অর্থাৎ দ্রাবিড় দেশীয়

প্রবাদ।

তামল ভাষা মান্দ্রাজের দক্ষিণে ব্যবহৃত। ইহা পুরাতন সাহিত্যাদি ধনে ধনশালিনী এবং ইহাতে ভূরি ভূরি প্রবাদ সমূহ আছে। এই ভাষার মূল তাতার ভাষা অর্থাৎ যে ভাষা রুষিয়া রাজ্যের অন্তঃপাতি তুর্কস্তান দেশে প্রচলিত। ভারতবর্ষে এই ভাষা কিপ্রকারে সঞ্চার হইল, তাহার এইক্ষণে অনুসন্ধান হইতেছে।

৫৮৭। অগ্নি শব্দটীর ব্যাখ্যা করিলে কি মুখ পোড়ে?

৫৮৮। অতিশয় তীক্ষ্ণ যদি হয় তরবারী।
ভোতা অস্ত্র সম সেই অতি অপকারী॥

৫৮৯। অগ্নি শব্দটির ব্যাখ্যা করিলে কি মুখ পোড়ে ?

৫৯০। অতিশয় তীক্ষ্ণ যদি হয় তরবারী।
ভোতা অস্ত্র সম সেই অতি অপকারী ॥

৫৯১। অনেক নেংটে একত্রে থাকিলে গর্ত্ত করে না।

৫৯২। অমৃতও অধিক পান করিলে বিষ হয়।

৫৯৩। অর্দ্ধ কথায় মাত্র সম্মত হয়্যে লাথী মেরে দন্ত-পাত।

৫৯৪। অলঙ্কার শাস্ত্র শিখে কবিতা-লিখন।
তার চেয়ে ভাল কর্ম্ম ডেম্‌সা বাদন ॥

৫৯৫। অহি-নকুল-সম্বন্ধ।

৫৯৬। আকাশে থুথু ফেলিলে মুখে এসে পড়ে।

৫৯৭। আগুণে পতিত বিছা যে করে উদ্ধার।
অমনি দংশিবে সেই অঙ্গুলে তাহার ॥

৫৯৮। আর আর গোরু আট্‌টী মেলে, হারান গোরুটী মেলা ভার।

৫৯৯। ইন্দুর গর্ত্ত খুঁড়ে মরে।
সাপে তাহা দখল করে ॥

৬০০। ইন্দুর ধরিতে পর্ব্বত পাড়িবে না কি ?

৬০১। ইক্ষু মিষ্ট বল্যে কি শিকড় পর্য্যন্ত খেতে হবে ?

৬০২। এক গুলীতে কি কেল্লা ফতে হয় ?

৬০৩। এক ছুঁচের মধ্যে অন্য ছুঁচ চলে না।

৬০৪। একটা ভাত টিপে দেখিলে হাঁড়ী শুদ্ধ ভাতের পরীক্ষা হয়।

৬০৫। একটী পুঁটীমাছের জন্য কাবেরীর পাহাড়ী ভঙ্গ।

৬০৬। এক মার দুই কন্যা যে করে গ্রহণ।
আধ হাত দড়ী নাহি পায় কি সে জন?

৬০৭। একবার নেয়ে আর একবার খেয়ে।
চিরকাল নাহি যায় শুন সব ভেয়ে॥

৬০৮। এক হাতে তালী বাজে না।

৬০৯। এক হাতে প্রহার, অন্য হাতে আলিঙ্গন।

৬১০। কম্বলে আল্‌কাত্‌রা।

৬১১। কলসীর ভিতরে প্রদীপ।

৬১২। কাঁকড়া পোড়াইয়া শিয়ালকে পাহরায় নিয়োগ।

৬১৩। কাঁক্ বোচ্‌কা ভারী হল্যে ভ্রমণেতে ভয়।

৬১৪। কাঁটা দিয়ে কাঁটা বাহির করা।

৬১৫। কাক গাছে বসিয়াছে বল্যে কি তাল পড়িবে?

৬১৬। কাক, বলদের বল পরীক্ষা করে না।

৬১৭। কাঠবিড়ালী পলাইলে কুকুরের মত ভেবা।

৬১৮। কাণা ঘোড়া বলিয়া কিছু কম খায় না।

৬১৯। কাণার হাতে বাইনমাছ ধরার ন্যায়।

৬২০। কাপড় না পরিলে, তাহা কীটের আহার।

৬২১। কামারের দোকানের কুকুর কি হাতুড়ীর শব্দে ভয় করে?

৬২২। কাশী দর্শনের পর কি খোঁড়া সন্ন্যাসীর পায়ে পড়িব ?

৬২৩। কুকুরের মুখ চুম্বন করিলে সেও তোমার মুখ চাটিবে।

৬২৪। কুকুরেরে ধৌত করি রাখ সিংহাসনে।
তথাপি ধাইবে সেই মল অন্বেষণে॥

৬২৫। কুড়ালীতে কাঠ কাটার ন্যায় তিনি সকল কথার সিদ্ধান্ত করেন।

৬২৬। কুমীর আপন নিবাস জল মধ্যে হাতী ধর্যে টানে।

৬২৭। কুম্ভকারের বহু দিবসের পরিশ্রম এক দিনে নষ্ট।

৬২৮। কূপ খনন করিয়া কি তাহাতে ব্যাং ভর্ত্তি করিবে ?

৬২৯। কূপ খনন করিলেই কি তৃষ্ণা শান্তি হয় ?

৬৩০। কূপ থেকে যত জল তুলিবে, ততই উনুই ভাল চলিবে।

৬৩১। কূপমণ্ডূকের রাজ্যের খবরে আবশ্যক কি ?

৬৩২। খেঁকশিয়ালের ল্যাজ দিয়ে কূপের গহেরা মাপা যায় না।

৬৩৩। খরগোশ কাছিমের মত ডিম্ পাড়্তে গিয়ে চোক্ ফেট্যে মল্য।

৬৩৪। খরগোশ তাড়াইয়া ঝোপে আঘাত।

৬৩৫। খিড়কীর দ্বোর দিয়ে কেহ হাতী চড়ে না।

৬৩৬। খোড়া মুর্গীর বদলে ছাগল বলিদান।

৬৩৭। গলাটী ছুঁচের মত, পেট্‌টা থল্যের প্রায়।

৬৩৮। গাছটীর ছায়া ভাল, কিন্তু কাঠপিপ্‌ড়ার দৌরাত্ম্য বড়।

৬৩৯। গাড়ীর উপর না, নায়ের উপর গাড়ী।

৬৪০। গাধা কি জানে মৃগনাভির গন্ধ?

৬৪১। গাধাকে ইক্ষু দিয়ে প্রহার করিলে সে কি তার রসাস্বাদন পায়?

৬৪২। গাধার কাণে ধরে তুমি শিখাও নানা কথা।
হোঁকা হোঁকা রব তার না হবে অন্যথা॥

৬৪৩। গির্‌গিট খোঁজে জঙ্গল, ভেক খোঁজে জল।

৬৪৪। গুড় গুড়ে পাখী আকাশে উঠিলেও চিল হয় না।

৬৪৫। গুবুরেপোকাকে সিংহাসনে বসাইলেও গোবর গাদী খুঁজিবে।

৬৪৬। গোঁফ রাখ্‌তেও ইচ্ছা, ঝোল খেতেও ইচ্ছা।

৬৪৭। গোবর গাদা উচ্চ হলেই কি? রাজ বাটী নীচ হলেই কি?

৬৪৮। গোরু কালো বল্যে কি দুধও কালো হবে?

৬৪৯। ঘর্ষণে চন্দনের গন্ধ ক্ষয় পায় না।

৬৫০। ঘানী চালবার জন্যে কি গাঁ শুদ্ধ লোকের প্রয়োজন ?

৬৫১। ঘেউ ঘেউয়া কুকুর শীকারী হয় না।

৬৫২। ঘোড়া কিনে লাগামের জন্য ঝগ্‌ড়া কেন ?

৬৫৩। ঘোড়ার স্বভাব জেনেই ঈশ্বর শিং দেন নাই।

৬৫৪। চক্ষু কাণা বলিয়া কি নিদ্রার ব্যাঘাত হয় ?

৬৫৫। চক্ষুতে তেল লাগিলেই জ্বলে, জ্বলে নাকো গলে।

৬৫৬। চাঁদ দেখে কুকুর চেঁচালে, চাঁদের তাতে কি ক্ষতি ?

৬৫৭। চাউল ছড়ালে কুড়ান যায়।
জল ছড়ালে কুড়ান দায়॥

৬৫৮। চারি শের বিষের কি দরকার ?

৬৫৯। চিনী কথাটী মাত্র চাকিলে মিষ্ট লাগে না।

৬৬০। চুল্ চলে না যথা।
এমন বন্ধুত্বে ঋণ, করিল অন্যথা॥

৬৬১। চুল পুড়িয়ে আংরা হয় না।

৬৬২। চোর আর মালী একাত্মা।

৬৬৩। ছুরীর ধার আছে কি না ? তা দি খাপ কেটো পরখ্ কর্ত্তে হবে ?

৬৬৪। ছুঁচ, সোণার হলেই বা কি ?

৬৬৫। ছোট লোকে বড় লোক হল্যে, রাত্রিকালেও ছাতি ধরায়।

৬৬৬। জলের গহেরা মাপা যায়।
মনের গহেরা মাপা দায়॥

৬৬৭। জাঁতার বল, না পেষকের বল?

৬৬৮। ঝড়ের মুখে শুক্না পাতা।

৬৬৯। ঝাঁটার পেটে রেসমের থোপ্।

৬৭০। ঝুড়ীটী ছেঁড়া, কিন্তু ধারিটী পোক্তা।

৬৭১। ঝোল রান্ধিবার জন্যে কি মুর্গীর অনুমতি চাই?

৬৭২। ঢিল্টী পাইলে কুকুরটী নাই। কুকুরটী পাইলে ঢিল্টী নাই।

৬৭৩। তাঁর বিড়ালের মত ধাঁচা, কিন্তু বাঘের মত লাফ্।

৬৭৪। তার পেঁচার ন্যায় তাকানী।

৬৭৫। তালের কোঁড় হাতে ভাঙ্গা গেলে মূষল মুদ্গারের প্রয়োজন কি?

৬৭৬। তিনি পা দিয়ে যাহা বাঁধেন, তাহা হাত দিয়ে কেউ খুল্তে পারে না।

৬৭৭। তীরের উপর যত রাগ, তীরন্দাজে নাই।

৬৭৮। তুলা আর আগুণ কি একত্রে সাজান যায়?

৬৭৯। থুথু খেয়ে পিপাসার শান্তি হয় না।

৬৮০। দর্পণের ভিতর এক মোট্ টাকা দেখার ন্যায়।

৬৮১। দিনের মধ্যে তিনবার নাইলেও কাক কখন বক হবে না।

৬৮২। দুঃখার্ত্ত জনের অশ্রু তীক্ষ্ণ অসি।

৬৮৩। দুধও শাদা, ঘোলও শাদা।

৬৮৪। দুধ্ কি আবার গোরুর পালানে ফিরে যেতে পারে?

৬৮৫। দুষ্ট লোকের ঘরেও চাঁদের আলো পড়ে।

৬৮৬। ধীর জলে পাষাণ বিন্ধে।

৬৮৭। ধোবা জানে গ্রাম মধ্যে দুঃখী কোন্ নর।
স্বর্ণকার জানে কেবা ধনের ঈশ্বর।

৬৮৮। নাকের লোম ছিঁড়িলে কি কখন শরীরের ভার লাঘব হয়?

৬৮৯। নিকামানো নাপিত বিড়াল ধরিয়া কামায়।

৬৯০। নির্ব্বোধ আর কুমীর আপনার মুট ছাড়ে না।

৬৯১। নিষ্কর্ম্মা চাষার ৫৮ খানা কাস্ত্যা।

৬৯২। নেংটে মারিবার সময় কি জয় ঢাক বাজাতে হবে?

৬৯৩। নেংটের দৌরাত্ম্যে ঘরে আগুন দিবার ন্যায়।

৬৯৪। পরিবারের মধ্যে কর্জ্জ, আর হাতের তেলতে পাঁচড়া, এ দুই সমান।

৬৯৫। পরের তরে রুইতে এসে৷ সীমানার তক্‌রার কেন?

৬৯৬। পর্ব্বত চাঁদমারী হল্যে কাণাও লক্ষ্য ভেদ করিতে পারে।

৬৯৭। পর্ব্বতের প্রতি যদি কুকুর ফুকুরে।
পর্ব্বতের ক্ষতি, না কি, ক্ষতিটী কুকুরে?

৬৯৮। পাতরের ছাল ছাড়ান।

৬৯৯। পাপীসহ বন্ধুতায় সার হয় শোচা।
কুপথ ভ্রমণে যথা পায়ে লাগে খোঁচা।

৭০০। পায়ে যদি ছোট একটী কাঁটা ফোটে, তবে তাহাকেও বাহির করা উচিত।

৭০১। পিঁপ্‌ড়ে আপন হাতের চারি হাত লম্বা।

৭০২। পিতল ঘষ আর মাজ, তার গন্ধ যায় না।

৭০৩। পিপাসায় কাতর হল্যে, দূরস্থ জলে ফল কি?

৭০৪। পুকুর গাবিয়ে চিলকে মাছ খাওয়ান।

৭০৫। পুকুর না কাট্‌তেই কুমীরের বাস।

৭০৬। পুষ্‌, পুষ্‌, করিয়া ডাকিলে কি বিড়ালে আবার গোলামী কর্ত্তে আস্‌বে।

৭০৭। পোষা ময়নার দ্বারা বিড়ালের নিকট খবর পাঠান।

৭০৮। ফুঁ পাড়িয়া রসায়ন শিখ,
অভ্যাস দ্বারা শাস্ত্র শিখ।

৭০৯। ফেণ খেয়ে গোলাব জলে আঁচান।

৭১০। বক জানে না কুঁকড়ার ছা ধর্ত্তে।

৭১১। বাঘের ঔরসে জন্মিয়া কি থাবা ছাড়া হয়?

৭১২। বাঘের হামাগুড়ী লাফ দিবার উপক্রম।

৭১৩। বাজনা বাজিয়ে ধান ভানিলেও তুষ ছাড়া হয় না।

৭১৪। বানরের হাতে ফুলের মালা।

৭১৫। বাপের খোদা কূপ বল্যে কি তাতে ঝাঁপ দিতে হবে?

৭১৬। বালিশ বদলালেই কি মাথা ব্যথার লাঘব হয়?

৭১৭। বিড়ালের খেলায় নেংটের মৃত্যু।

৭১৮। বিদ্যা তরু বাড়াইতে সেঁচ চক্ষুর্জ্জল।

৭১৯। বুড়ী নিকটে গেলেই পাঁচিল পড়ে।

৭২০। বেগে, নদী শুদ্ধ জল করিল সেচন।
একটী মরিচ পুনঃ প্রাপণ কারণ॥

৭২১। বেদিয়ার পান্না পাওয়ার ন্যায় হস্তান্তর হইল।

৭২২। বৈদ্য ঔষধ দিয়ে ফিরিতেছেন, ওদিকে ঘরে ঘায়ের পোকায় তাঁর স্ত্রী মরিল।

৭২৩। ব্যাং মুখের হা বাড়াইয়া মরিল।

৭২৪। বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু গুঁড়ুনী থামে নাই।

৭২৫। ভাত খাইয়ে গলা কাটা।

১২৬। ভাত ছড়ালে হাজার কাক আসে;

১২৭। ভীরুর নিকট আকাশ, রাক্ষসে পূর্ণ।

১২৮। ভূষী খেকো মানুষকে তুরী বাজাইতে বলা।

১২৯। ভেড়া ভিজিতেছে বলো বাঘের আছাড়ি বিছাড়ী কান্না।

১৩০। ভোজনের বেলায় আগে বসে।
লড়ায়ের বেলায় সবার শেষে॥

১৩১। মগ ডালের ফুল দেবতায় দান।

১৩২। মড়ার হাতে তাম্বূল দান।

১৩৩। মধু থাক্‌লেই মৌমাছী তাকে খুঁজে বাহির কর্ব্যে।

১৩৪। মন্দিরের বিড়াল বল্যে ঠাকুর পূজা করে না।

১৩৫। মহা প্রলয় পর্য্যন্ত বর্ষিলেও খাপরায় কখন ধান জন্মিবে না।

১৩৬। মহিষী প্রসব না হত্যে ঘীয়ের দর প্রচার।

১৩৭। মাথায় উঠিলে জল কিবা প্রয়োজন।
আধ হাত এক হাত করা নিরূপণ॥

১৩৮। মানুষ পঞ্চাশ হাত দূরে গেলেও পাপ কখন ছাড়ে না।

১৩৯। মার্, ধর্, কর্যে ঘোড়া আর ছাতা দান।

১৪০। মালাধারী বিড়াল ধর্ম্মোপদেশ দাতা।

১৪১। মাসুল আর ফেন, ক্রমে ঘন হয়।

৭৪২। মুখ টক্ না আঁব টক।

৭৪৩। মুখ বিশ্রী হল্যে দর্পণের দোষ কি।

৭৪৪। মুর্গীর আণ্ডার লোমোৎপাটন।

৭৪৫। মোকদ্দমায় এক পক্ষের নালিস মুতার চেয়ে সোজা।

৭৪৬। মোরগ আর কুকুর না ডাকিলে কি প্রভাত হয় না?

৭৪৭। মৃত্যু পরে বল কেবা করয়ে সন্ধান।
৭৪৮। পৃথিবী উল্‌টেছে কিম্বা রয়েছে সমান॥

৭৪৯। যখন হাতী পর্য্যন্ত দান, তখন অঙ্কুশটা লয়্যে ঝগ্‌ড়া কেন?

৭৫০। যাহার জড়তা অতি না চলে চরণ।
পাঁচ ক্রোশ দূর তার ঘরের প্রাঙ্গণ॥

৭৫১। যাহার পুরাণ ঘা আছে, সে অর্দ্ধ চিকিৎসক।

৭৫২। যাহার মরণে ভয় নাই, তার নিকট সমুদ্রেও হাঁটু জল।

৭৫৩। যে খরগোশ টা পলায়, সেই খরগোশ টা বড় নয়?

৭৫৪। যে গাছে কেউ উঠ্‌তে পারে না, তার ফল অসংখ্য।।

৭৫৫। যে গুরু চালের উপর উঠে পাখী ধর্ত্যে পারে না, সে আবার বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবে?

৭৫৬। যে জন ছেদন করে সেই তরুবরে।
সেই তরু ছায়া দান করে সেই নরে॥

৭৫৭। যে দেশে গাধার লোমোৎপাটন হয়, সেই দেশ।

৭৫৮। যে দেশে মুসলমান নাই, সেই দেশে কাক নাই।

৭৫৯। যে ভানুক না কেন, চাউল্ হলেই হয়।

৭৬০। যেমন জোরে আঘাত, তেমনি গোলার প্রতিঘাত।

৭৬১। যে মাংস খায় সে উদর পীড়ার ঔষধও জানে।

৭৬২। যৌতুক দিবার ভয়ে কাণা-কন্যাকে বিবাহ করা।

৭৬৩। রাগভরে নাক কাটিলে হাঁসিতে জোড়া যায় না।

৭৬৪। রাগাল ষাঁড়ের নিকট শ্রুতিরাবৃত্তি।

৭৬৫। রাজহাঁসের চাইল্ শিখ্তে গিয়ে, কাক আপনার চাইল্ পর্য্যন্ত ভুলে যায়।

৭৬৬। ল্যাজ্ ছেঁড়া চিলের মত।

৭৬৭। শিশিরপাতে কি পুকুর পূরিবে?

৭৬৮। শিশিরের ভরসায় চাষ চষা।

৭৬৯। সমুদ্রের মাজখানে পরিত্যাগ।

৭৭০। সর্ষ্যা আর ইক্ষু না পীড়িলে উপকার নাই।

৭৭১। সর্ষ্যার দানা হাজার ছোট হৌক্, ঝাল কম নয়।

১৭২। সমুদ্র অপেক্ষা সহ্য গুণ।

১৭৩। সমুদ্র শুকালে মাছ খাব বল্যে বক শুকিয়ে মরিল।

১৭৪। সহস্র নক্ষত্র কি চন্দ্রের সমান।

১৭৫। সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।

১৭৬। সাপকে দুদ খাওয়ালেও বিষের লাঘব হয় না।

১৭৭। সাপের দীর্ঘতাই কেবল বিচার্য্য নয়।

১৭৮। স্থরুতেই যদি সাঁতার জল, তবে পারে যাবে কেমনে?

১৭৯। সেতুভঙ্গ কারী অই প্রবাহের নীরে।
হাজার ডাকহ তুমি আসিবে না ফিরে॥

১৮০। স্বর্গগামী লোকের চরকায় প্রয়োজন কি?

১৮১। হাজার টাকা দিলেও কাটাকাণ জোড়া যায় না।

১৮২। হাজার থান মোহর দিয়ে হাতী কিনে, অঙ্কুশ কিনিবার সময় আঁটাআঁটি।

১৮৩। হাড়ের ভিতর ঘা হোলে আর্শীর প্রয়োজন কি?

১৮৪। হাতী স্বদেশে, বিড়াল বিদেশে।

১৮৫। হাবড়ে পড়িলে হাতী কাকে মারে ছোঁ।

১৮৬। হিঙ্গু যথা দ্রব হয় অপার সাগরে।
বাতাস যেরূপ বদ্ধ কলসী ভিতরে॥

১৮৭। ক্ষত হেতু বলীবর্দ্ধ হয়েছে অস্থির।

১৮৮। রক্ত পূয ভোগীকাক ক্ষুধায় অস্থির।

চীনদেশীয় প্রবাদ।

৭৮৯। ইন্দুরের মুখে হাতীর দাঁত বেরয় না।

৭৯০। এক দেওয়ালে দুই দেওয়ালের কাজ।

৭৯১। এক ক্ষণের ভ্রম, চিরকালের অনুতাপ।

৭৯২। কথাটী মুখের বাহির হোলে এক অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা ফেরে না।

(মুখের কথা হাতের ঢিল্ ছাড়লে আর ফেরে না।)

৭৯৩। কাণা যদি কাণাকে পথ দেখায়, তবে দুজনেই আগুনে পড়িবে।

৭৯৪। খাটী সোণা হোলে আগুন উস্কুতে হয় না।

৭৯৫। গাছ পড়িবার পূর্ব্বে বানরের চম্পট।

৭৯৬। গাধার উপর চড়্যে আবার সেই গাধার তল্লাস।

(কাকে কাণ নেগেল বলে কাকের পেছু পেছু দৌড়ান।)

৭৯৭। গোরুর নিকট বাদ্য বাজান।

৭৯৮। চাঁদ কিছু সর্ব্বদা গোলাকার নন্, মেঘেরাও ছড়িয়ে পড়ে।

৭৯৯। চিলের সঙ্গে কস্তুরার বিবাদে জেলের মাত্র লাভ।

৮০০। ধনুকের নিকট চুল তফাৎ হোলে লক্ষ্যের নিকট আধক্রোশ তফাৎ।

৮০১। নদী ঘুলিয়ে দিয়ে ময়লা জল বল্যে নিন্দা করা।

৮০২। পাতরের সহিত আণ্ডার নড়াই।
(খাড়ায় কুমড়ায় বিবাদ।)

৮০৩। পুকুর ভরাট হয়, কিন্তু বাসনার ভরাট নাই।

৮০৪। বনচর তরে আছে বহু বনস্থল।
জলচর জন্যে আছে সুবিস্তর জল॥

৮০৫। বাঘ মরিলে চামড়া রেখে যায়।
মানুষ মরিলে নাম রেখে যায়॥

৮০৬। বাঘে হরিণে এক পথে চরে না।

৮০৭। বাতাস না থাকিলে গাছ নড়ে না॥

৮০৮। বায়ু আর বৃষ্টির পরিমাণ নাই (অর্থাৎ ভাগ্যের স্থিরতা নাই।)

৮০৯। বুদ্ধি মানের নিকট এক কথাই যথেষ্ট।
ভাল ঘোড়ার গায়ে একবার চাবুক ছোঁয়ানই যথেষ্ট।

৮১০। ভাল লোহাতে পেরেক্ বানায় না, ভাল মানুষে সিকাই হয় না।

৮১১। মাগ করিবে মন পরুকে।
বাঁদী রাখিবে মুখ দেখে॥

৮১২। মানুষ জানে বর্ত্তমান, ঈশ্বরমাত্র ত্রিকালজ্ঞ।

৮১৩। মানুষের মুখ দেখে কিছু বুঝা যায় না।
কাঠাতে সিন্ধুর জল পরিমাণ পায় না॥

৮১৪। যে হরিণ মারে, সে খরগোশের প্রতি লক্ষ্য করে না।

৮১৫। রাজবাড়ীর সকল কড়ীকাষ্ঠ এক গাছে জন্মে নাই।

৮১৬। সন্তানেরে শিক্ষা দেহ ভূমিষ্ঠ অন্তরে।
বনিতার শিক্ষারম্ভ বিবাহ বাসরে॥

৮১৭। সুন্দর হইলে প্রায় দুঃখে কাল যায়।

৮১৮। সূর্য্যের প্রতি যে চায়, সে হয় কাণা।

৮১৯। বজ্রের প্রতি যে কাণ দেয়, সে হয় কালা।

পঞ্জাবী প্রবাদ।

৮২০। আনাড়ী তাঁতি উচু জায়গায় সূতা পাতে।

৮২১। একটুকখানি আগুন নিতে এসে্য, এখন বলে আমি ঘরের গিন্নী।

৮২২। কাণা মুর্গীর নিকট পোস্তা দানা ছড়ান।

৮২৩। গরবিণী গরবেতে, এই পরেন নাকে নত, এই পরেন কাণে।

৮২৪। গোতুরে পাখীর মাথায় টাক, কিন্তু মগ্‌ডালেতে বাসা।

৮২৫। ঘরে নাইকো কাপাস সূতা, তাঁতীর সঙ্গে নিত্য কোন্দল।

৮২৬। চাষা যদি ফকীর হয়, তবে পিঁয়াজ তার জপ-মালা।

৮২৭। চক্ষু হীনের নাম পদ্মলোচন।

৮২৮। জিলাপীর খবরদারীতে চোরা কুক্তীর প্রতি ভার।

৮২৯। তেতালার উপর বস্যে তিন ছটাক খিচূড়ী রান্ধা।

৮৩০। তোমার নাম পর্য্যন্ত জানিনে, অথচ তুমি বল্‌ছ তুমি আমার ভাইপো।

৮৩১। নাচ্‌তে না জেনে নাচ্‌নী বলে উঠন বাঁকা।

৮৩২। পর প্রতিজ্ঞাত ঘোলের লোভে গোঁফ কামান।

৮৩৩। বাপ মেরেছিল উকুন বলে।
ছেলে বলে আমি ধনুর্দ্ধারী॥

৮৩৪। মদগর্ব্বী পিয়ালা পেয়ে জল খেয়ে খেয়ে পেট ফুলান।

৮৩৫। মা কুড়ান বিল ঘুঁটে ইন্ধনের তরে।
পুত্র হোথা যারে তারে হীরা দান করে॥

৮৩৬। মা ছিলেন মূলা, বাপ্ পিঁয়াজ। ছেলে সেজে-
ছেন জাফ্রান।

৮৩৭। স্ত্রীলোক সন্ন্যাস ধর্ম্ম নিলেও তার বাসন
কুশন কমেনা।

৮৩৮। হাজার কুক্কুরে স্থান দেহ শয্যাগারে।
অবশ্য যাইবে ক্রোশ খন্বা চাটিবারে।

৮৩৯। ক্ষুধার জ্বালায় ঝালা পালা হৈল একেবারে।
মুখে জাঁক মাগিয়েছে ময়দা পিষিবারে॥

৮৪০। ক্ষুরের বদলে নূতন নাপিতের চেয়াড়ীতে
কামান শিক্ষা।

সর্ব্বিয়া দেশের প্রবাদ।

সর্ব্বিয়া, ইউরোপীয় তুর্ক দেশের অন্তঃপাতী।

৮৪১। আপন হোতে ফল পাকিলে গাছে দিওনা নাড়া।

৮৪২। আপন পক্ষে লড়িবার জন্যে নির্ব্বোধকে যদি
পাঠাও, তবে বস্যে বস্যে কাঁদ।

৮৪৩। ঈশ্বরের শ্রীচরণ কৌষেয় কোমল।
কিন্তু লৌহময় তাঁর হয় করতল॥

৮৪৪। একটি পারা * দিয়ে বুড়ী, কোলা † নাচ্‌তে যায়।
দুটি পারা দিয়ে তবে পরিত্রাণ পায়॥

৮৪৫। ঘোড়াকে মার্ত্তে দেখে ব্যাঙও পা উঠায়।

৮৪৬। চোকে দেখে বিয়ে করা অপেক্ষা, কাণে শুনে বিয়ে করা ভাল।

৮৪৭। টাক পড়া মাথা কামান সহজ।

৮৪৮। তীক্ষ্ণ অস্ত্রের জয় নহে, বীর-বুদ্ধির জয়।

৮৪৯। নারীর বড় আর্ত্তনাদ।
চোরের বল মিথ্যাবাদ॥

৮৫০। নেকড়েকে জিজ্ঞাস কোন্ সময়ে বড় হিম।
সে কহিবে সূর্য্যোদয়ের সময়।
(অর্থাৎ সে সময়ে তাহার গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিবার সাধ্য থাকে না)।

৮৫১। পথের ধারের গাছ, সহজে কাটা পড়ে।

৮৫২। পিতৃ হীনের রোদন, লাঙ্গলের ফাল্‌কেও বিন্ধে।

---

* সর্ব্বিয়া দেশীয় পয়সা।

† উক্ত দেশীয় নৃত্য বিশেষ, ইহা যুবা লোকের সাধ্য।

৮৫৩। পেঁচা পিঁপ্ড়েকে গালি দিল, "মর্লো মর্ থেব্ড়া মুখী॥

৮৫৪। বুড় কুকুর ডাকিলে সাবধান হোয়ে দেখ, ব্যাপারটা কি?।

৮৫৫। মধু হওয়া ভাল নহে, সবে চেটো নেবে। গরল হোয়োনা, থুথু করে ফেলে দিবে॥

৮৫৬। মৌমাছির ফুলে ফুলে ভ্রমণবৎ মানুষের জগতে ভ্রমণ।

৮৫৭। যদি দেশ শুদ্ধ তোমাকে মাতাল বলে, তবে নাচারে পড়িয়া গড়াগড়ী দাও॥

৮৫৯। যে ব্যক্তি আগুন পোহাবে, তাকে প্রথমে ধোঁয়া সহিতেও হবে।

৮৫৮। যে হাত কাটিতে না পার, তাকে চুম্বন কর।

৮৬০। সকল দুঃখের জন্যে মৃত্যুই মলম।

৮৬১। সত্য কথা কও, কিন্তু এক দৌড়ে পালিয়ে এস।

৮৬২। সাপে খেকো লোকের গিরগিটে ভয়।

৮৬৩। সূর্য্য সেতখানার উপর দিয়ে যান বল্যে অপবিত্র হন না।

৮৬৪। ক্ষুধার্ত্ত ডাঁশদের আস্‌তে দেওয়ার চেয়ে, পেট-ভরা ডাঁশদের কামড় সহ্য করা ভাল।

মহারাষ্ট্রীয় প্রবাদ।

৮৬৫। এই সব লোক কভু সুখী নাহি হয়।
হিংসামদে মত্ত, মোহ মুগ্ধ অতিশয়॥
অসন্তুষ্ট তথা যার রুষ্ট ভাব অতি।
চিন্তাকুল, আর যার পর অন্নে গতি॥

৮৬৬। কুসংসর্গে ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম হয় ক্ষয়।
পোড়া কাঠ সঙ্গে তরু পুড়্যে ভস্ম হয়॥

৮৬৭। জ্ঞাতি কুটুম্বের সহ রাখহ প্রণয়।*
কাষ্ঠ ভিন্ন ভিন্ন হোলে অগ্নি নাহি রয়॥

৮৬৮। প্রান্তরে বৃহৎ বৃক্ষ ভূমিসাৎ ঝড়ে।
গুল্মলতা আড়ে থেকে কভু নাহি পড়ে॥

৮৬৯। পঞ্চেন্দ্রিয় মধ্যে যেটি নাহি হয় বশ।
সেই পথে বাহিরায় জ্ঞান সুধারস॥
যথা মসকের * যেই স্থান যায় চিরে।
সেই স্থান দিয়ে জল ধাবিত বাহিরে॥

৮৭০। রাখালেরা গোরু রাখে পাঁচনীর বলে।
ঈশ্বর শাসন দণ্ডে মানব মণ্ডলে॥

---

* ভিস্তী ইতি অসংলগ্ন প্রয়োগ।

৮৭১। সাবধানে শুনে' আর বুঝে এক ক্ষণে।
জ্ঞানীর লক্ষণ এই কহে বিচক্ষণে॥

হিন্দি প্রবাদ।

৮৭২। আগন্তুকের মার বন্ধ হস্তের বন্ধনে।
নিন্দকের মুখ বন্ধ করিব কেমনে।

৮৭৩। আধো আধি বিদ্যা শিক্ষা জীবনে মরণ।
অসম্পূর্ণ বিদ্যা বল কোন্ প্রয়োজন॥

৮৭৪। আপন হাত, জগন্নাথ।

৮৭৫। আপন ব্যয়ে উদর ভরে।
ডোমে কিন্তু রসুই করে॥

৮৭৬। এক শ খানি মুখের কথা চেয়ে।
লেখা কথা একটি হইলেও মানে সকল ভেয়ে
(শতং বদ মা লিখ)

৮৭৭। কাক মারিলে হাড় মাস কিছুই নাই।

৮৭৮। খোঁজার চেয়ে সোজা ভাল।

৮৭৯। চার খেয়ে পলাইল তিতর চকোরগণে।
তুল ফুড়্কীর প্রাণ গেল জালের বন্ধনে॥

৮৮০। চুগল খোরের শিকড় পাতরের উপর। (অর্থাৎ স্থায়ী নহে)।

৮৮১। চোরকে বলে চুরী কর্ত্তো, গৃহস্থকে বলে সাবধান হতে।

৮৮২। চোরের শিকড় পাতরের উপর।

৮৮৩। ডালপালা হীন গাছে ফল ধরে না কভু।

৮৮৪। দুধলী গেয়ের লাথীও ভাল।

৮৮৫। নাপিতের বিবাহে বরযাত্রী মাত্রেই বরকর্ত্তা।

৮৮৬। পাঁচের সঙ্গে সহবাসে আপদ্ বিপদ্ নাই।

৮৮৭। পেট ভরিলে ক্ষীরে মহিষের গন্ধ কয়।

৮৮৮। বামুণের সঙ্গে মড়ুইপোড়ার সহ মরণ।

৮৮৯। ভাল খাব, ভাল পর্ব্য, কার্য্যে কিন্তু কুড়ে।
ঘোল ষাঁড় যেমন হাল বহেনা বেড়ায় খাদ্য চুঁড়ে॥

৮৯০। ভালুকে মারিল বাপে।
পোড়া কাঠ দেখে পুত্র কাঁপে॥

৮৯১। মার ছুরি, লাগে ভাল, না লাগে ভাল।

৮৯২। রাঁড়কে রাঁড়, আর ষাঁড়কে ষাঁড় বলার ফল কি?।

৮৯৩। রাম রাম মুখে, ছুরী রেখে বুকে।

৮৯৪। শ্রদ্ধার ছোলা মুটাও ভাল. অশ্রদ্ধার আঙ্গুর থাবাটাও কিছু নয়।

৮৯৫। সেকরার ঠুক্ ঠাক্, কামারের এক ঘা।

৮৯৬। হাতীর সঙ্গে, ভেরেণ্ডা গাছের লড়াই।

৮৯৭। হাতে জিনিস্ পাঁচীলে সন্ধান।

উৎকল দেশীয় প্রবাদ।

পদ্য।

৮৯৮। অকর্ম্মা মানুষ যেদিকে যায়।
দেব দেবী তথা হৈতে পলায়॥

৮৯৯। অবোধ রাজার কাছে ব্যর্থ মনোরথ।
মাটীর ঘোড়াতে যাওয়া যোজনেক পথ॥

৯০০। অল্প আয়ী, বহুব্যয়ী, হেন মানবের।
খাটো আঁচলের দশা, নাহি দিতে ফের

৯০১। অল্প কথায় যে হয় ঠেঁটা।
জায়ারে যাতনা দেয় যে বেটা॥
কুড়ে গোরু ঘরে ডাগর পেটা।
যম ঘরে কেন যাইবে সেটা॥
নিতি নিতী ঘরে মরণ লেঠা॥

৯০২। কিছু মাত্র ভেদ নাই নির্ম্মল চিনীর।
সমান সুমিষ্ট তার অন্তর বাহির ॥

৯০৩। খ্যল জমী চাস।
ক্ষীর খণ্ড গ্রাস ॥
খাটো বার মাস, খাতির যে করে হেন খাম্মি-
ন্দের পাশ ॥

৯০৪। গভীর নদীর সমান আশা।
কুম্ভীরাদি বহু জীবের বাসা ॥
প্রবেশ করোনা সে কর্ম্মনাশা ॥

৯০৫। ঘোরতমঃ পরিপূর্ণ-শরীর মন্দির।
জ্ঞানদীপ জ্বালি কর তিমির বাহির ॥

৯০৬। ডাব, মুখ খোলা।
নির্ব্বোধ গোয়ালা ॥
মিছে কথায় দ্বন্দ্ব।
এই তিন মন্দ ॥

৯০৭। দাসী হৈয়ে ব্রত একাদশী উপবাস।
বারি ভার বাহিনীর বান্ধা কেশ পাশ ॥
যে বিহঙ্গ বাসা করে রাজপথ পাশ।
তাদের মঙ্গল নাহি, হয় সর্ব্বনাশ ॥

৯০৮। দুধ ঘটিলে না।
নদী ঘটিলে না ॥

৯০৯। ধর্ম্ম সমান সুহৃদ নাই।

মরণের সঙ্গী যে হয় ভাই ॥
"একএব সুহৃদ্ধর্ম্ম নিধনেঽপ্যনুযাতি চ।"

৯১০। পাঁচে যারে ভাল নাহি বলিল কখন।
বিফল জীবন তার উচিত মরণ ॥

৯১১। প্রথমে প্রণয় বড়, সীমা নাহি তার।
পরিশেষ এক লেশ প্রাপ্ত হওয়া ভার ॥

৯১২। প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে পরে।
তৈল দান কর কিসের তরে ॥
"নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈল দানং"

৯১৩। প্রবল নদীর বেগ, এক ভাব ধরে।
তৃণ তরু উভয়েই উন্মূলন করে ॥

৯১৪। পীরিতের সীমা মোর বল দিবে কেবা।
যে পা ধরে তার, পদ পদ্মাকার, করয়ে বিহার,
তারে শম্ভুজ্ঞানে আমি, দান করি সেবা ॥

৯১৫। বিশ্বাস ঘাতক যেই হয় দুরাচার।
তার চেয়ে পাপী কেবা সংসারেতে আর ॥

৯১৬। বুঝি, লো নন্দিনি তুই হইলি পাগল।
কাঠের ঘোড়ায় কভু নাহি পিয়ে জল ॥

৯১৭। ভগবৎ ইচ্ছা ডেরি গাভীনর চয়।
যে দিগেতে টানে সেই দিগে যেতে হয় ॥

৯১৮। মন যদি আছে, তবে মালা জপ ভাই।
মালা জপ কেন মিছে মন যদি নাই ॥

৯১৯। মনেরে পাথর করিবে যেই ।
পীরিতি পথের পথিক সেই ॥

৯২০। মানস মাতাল মাতঙ্গ প্রায় ।
সতত বন্ধনে রাখিবে তায় ॥

৯২১। যাহা নাহি দেখিয়াছ আপন নয়নে ।
গুরু বাক্য হইলেও মেনোনাকো মনে ॥

৯২২। যাহার হয়েছে হত সকল আশ্বাস ।
সেই করে অপরের আশ্বাস বিনাশ ॥

৯২৩। যাহার মানস সদা চপল ।
বিফল তাহার ক্রিয়া সকল ॥

৯২৪। যেই ঘরে আলো করে মণির মণ্ডল ।
কি করিবে তথা বল প্রদীপ সকল ॥

৯২৫। যেই জন তোরে, কুকথা কঠোরে,
জ্বালাতন করে তাহার সনে ।
দ্বন্দ্ব নাহি কর, গঞ্জিবে অপর,
শুন শ্রবণে, দেখ নয়নে ॥

৯২৬। রজক না থাকে যদি গ্রামের ভিতরে ।
উলঙ্গের তাতে কিছু ক্ষতি নাহি করে ॥

৯২৭। রমণীর বিমোহন, ঘর বর সুশোভন ।
ঘরে কিছু থাক্ আর নাহি থাক্ ধন ॥

৯২৮। শঠতা কাহারু প্রতি যেবা নাহি করে ।
সেজন দেবতা এই সংসার ভিতরে ॥

৯২৯। যাইট, কাহন ব্যয় মিছে কার্য্য প্রতি।
এক কড়া নাহি মাত্র হরি পদে রতি॥

৯৩০। সব দিন নাহি রয় নবীন যুবতী।
সব নিশা নহে কভু, পূর্ণচন্দ্রবতী॥

৯৩১। সমুদ্র বন্ধন আর স্ববংশ নিধন।
বেঁচেছিনু তাই সব করিনু দর্শন॥ *

৯৩২। সলিলের রেখা আর হরিদ্রার রঙ্গ।
তৃণের অনল আর গোলামের সঙ্গ॥

৯৩৩। সহচরি মিছে তুমি কেন কর মান।
পর কভু নিজ নহে, নিজ নহে আন॥

৯৩৪। সাধুর হৃদয় নবনী নব।
অপরের তাপে যে হয় দ্রব॥

৯৩৫। সাপে দংশিয়াছে নন্দনে যার।
কূপের দড়িতে আতঙ্ক তার॥

৯৩৬। স্ত্রী পুরুষে কভু নাই সাক্ষাৎ দুজনে।
হরিদ্রা বাঁটার ধূম ষষ্ঠীর পূজনে॥

৯৩৭। হা বিধাত! এমন কি কখন সম্ভবে।
মধুরস দিয়ে, নিত্য ঘরষিয়ে,
নিম কি মধুর হবে॥

৯৩৮। ক্ষুদে পাক্ সমরেতে সকলের পাছে।
ফিরিবার কালে সকলের আগে আছে॥

---

* নিকষার উক্তি।

৯৩৯। চরণেতে নাই মাত্র ভূষণ চমক।
হেদে দেখ চলনের কতই ঠমক॥
পিতুলে বেসর নাকে নাড়ে অবিরত।
হইলে সোণার নথ নাচাইত কত॥

৯৪০। বিয়ের বেলা বেগুণ আজ্ঞান।

৯৪১। সানায়ে ফুঁপাড়্তে ঠাকুরের বার উৎরে গেল।

৯৪২। কাণা সিউনী ধরিলে তিন জন কমী।

৯৪৩। বড় বিয়ে তার দুইপায়ে আল্তা।

৯৪৪। শীকারের সময় কুকুর বাহ্যে বসিল।

৯৪৫। গোরুর পীরিত চেটে্য।
মানুষের পীরিত সেঁটে॥

৯৪৬। গুড়ের ঘরে ডেয়েকর্ত্তা।

৯৪৭। দন্ত নগর ভাঙ্গিলে চিন্তা কামার রাজমিস্ত্রী।

৮৪৮। সম্পত্তি রূপ চক্ষুর ছানি, বিপত্তি অঞ্জনে নষ্ট হয়।

৯৪৯। পাগ্ড়ী বান্তে বান্তে কাছারি বরখাস্ত।

৯৫০। ভেরেণ্ডার রুই আর ভেরেণ্ডার ধাড়া।
তার জন্যে এত কেন কথা বার্ত্তা বাড়া॥

৯৫১। অন্যায় রাজপুরে বিচালীর বড় মুখ্য * মন্ত্রী।

৯৫২। ঘর করেছে দুয়ার নাই।

---

* বুদ্ধি বাহির না হয়, সে জন্যে বিচালীর ভড়ং মুখে :।

৯৫৩। এর চেয়ে চমৎকার কিবা আছে কথা।
পতি না দেখিয়ে হৈল প্রসবের ব্যথা॥

৯৫৪। অন্ধের হস্তে দীপ দানে দেখিবে কি সেই।

৯৫৫। শুক্না নদীতে নৌকার প্রয়োজন কি?।

৯৫৬। নদী বাড়িলে ঠাকুরের দিব্য।
(অর্থাৎ দিব্য দানে কোন ফল নাই)

৯৫৭। বাইট দেঁড়ে নৌকাতে জলন্দড়ে মাঝী।

৯৫৮। সোণার খাম্বা ঘরে নিসিন্দার বেড়া।

৯৫৯। পোড়ে ঘর পুড়ুক্। ইন্দুর মাত্র মরুক্॥

৯৬০। রাঁড়ের কেন মাছের চিন্তা।

৯৬১। কোমর আদুড়ের মাথায় পাগ্‌ড়ী।

৯৬২। চল্‌তে না জানে পথের দোষ।
(নাচ্‌তে জানে না বামন ডেকরা।
উঠনকে বলে হেটা টেঙ্গরা॥)

৯৬৩। ভাগ্যের সন্ধান না নিয়ে কাকের প্রতি প্রহার।

৯৬৪। ঔষধ না খেয়ে খলে কামড়।

৯৬৫। ময়ূরের নৃত্য কালে পেচা হয় রাজা।

৯৬৬। না নুইলেই মাথায় চাল বাজে।

৯৬৭। গেয়ের প্রসব দেখে বলদ অস্থির।

৯৬৮। বস্তু হীন সেকরার আর কার্য্য কিবা।
নিক্তি ঘুরাইয়া সেই গত করে দিবা॥

৯৬৯। পর ঘরে মঙ্গল বার।

৯৭০। গাঁয়ের মেয়ে শিক্নী নাকী।

৯৭১। দূরস্থ পর্ব্বত সুন্দর।
দূরস্থ বন্ধু সুন্দর ॥

৯৭২। নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।

৯৭৩। নাখেয়ে আঁচানের ধূম।

৯৭৪। ওলো গোদী গোদের পানে চেয়ে কথা ক।

৯৭৫। ঘর পোড়ার জিনিস্ যা পাও তাই ভাল।
"শস্যঞ্চ গৃহমাগতং।"

৯৭৬। কাণাগেয়ের ভিন্ন গোঠ।

৯৭৭। মেনী বিড়াল আর্শুলার উপর বীর।

৯৭৮। বাউরী পাড়ায় খটাস মহাবল।

৯৭৯। হুলো বিড়াল ভোন্দড়ের প্রতি যোদ্ধা।

রুসীয়প্রবাদ।

১। অঙ্গুরীর শেষ সীমা নাই।

২। অতিথি আহ্বান করিতে জানিলে হয় না, অতিথির অভ্যর্থনা জান।

৩। অন্ধ দেখিতে পায় না। কাঙ্গাল * দেখিতে চায় না॥

৪। অম্ন আর লবণ ডাকাতকেও নরম করে।

৫। অন্ন কখন জঠরকে অন্বেষণ করে না।

৬। অন্যের ধনে ঋণ শোধ সহজ কর্ম্ম।

৭। অলঙ্কারের অভাবই নারীর কুমতির অভাব।

৮। আকাশের শিশির অপেক্ষা মুখের শিশিরে * অধিক শস্য জন্মে।

৯। আগে আজ্ঞা ধর, পিছে তর্ক কর।

১০। আপন ভেয়ের কাছে প্রশংসা মানা।
আপন ঘরের ধোঁয়ায় চক্ষু কাণা॥
"গেঁয়ে যোগী ভিক্ পায় না"

* কাঙ্গাল বা দাম্ভিক।

* ঘর্ম্ম।

১১। আপনি মাতাল, চাকরেরা মাতাল নয় বলিয়া, তাহাদের প্রতি প্রহার।

১২। ঈশ্বর সত্বর না হউন, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য অনিবার্য্য।

১৩। ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা কর, কিন্তু নৌকা তীরে লইতে দাঁড়ে জোর দেও।

১৪। ঈশ্বরের সহিত সমুদ্রে যাও, ঈশ্বরের অভাবে ঘরের বাহির হইও না।

১৫। উট্‌কা কুকুর ভিন্‌গাঁয়ে তিষ্ঠিতে পারে না।

১৬। এক গর্ত্তে দুই ভালুকের জায়গা হয় না।

১৭। এক গোঁজের উপর সকল জিনিস টাঙ্গানো যায় না।

১৮। একবার এক জন গান ধরিলে সকলেই তান ধরে।

১৯। একবার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিলে তোমার আর বৃষ্টিতে ভয় কি ?

২০। এক বুদ্ধি ভাল, কিন্তু দুই বুদ্ধি আরও ভাল।

২১। এক শ বৎসর আয়ু হইলেও সর্ব্বদা শিক্ষা করিতে হয়।

২২। এক সময়ে দুই বার বসন্ত হয় না।

২৩। একস্ত্রীতে এক হাট, দুইস্ত্রীতে একটি বাজার।

২৪। এক হাতে গেরো দিতে পারা যায় না।
"এক হাতে তালী বাজে না।"

২৫। এলো আটি, খড় বৈ আর কি ?

২৬। ঐশ্বর্য্যের তৃণ শান্তির মাঠে বৃদ্ধি পায়।

২৭। কখন বাছুরেরাও নেকড়ে ধরে।

২৮। কথা চড়ুই পাখি নয়, উড়ে গেলে আর ধরা যায় না।

২৯। কথায় কায নাই, কার্য্যমাত্র চাই।

৩০। কন্যা রত্ন বটে, কিন্তু যার কন্যা তার নয়।

৩১। কর্ণ ললাট হইতে উচ্চ হয় না।

৩২। কলমের লেখা কুড়ালীতেও কাটা যায় না।

৩৩। কাকদের আশ্রয় আকাশ, পৃথিবী নয়।

৩৪। কাঙ্গালের অহঙ্কার গাই গরুর পুতুল খেলা।

৩৫। কালো দেখে ভাল বাস, গোরা হোলেতো সকলেই ভাল বাসে।

৩৫। কাণা কুকুরছানাও আপন মায়ের দিগে যায়।

৩৭। কুঁজো কেবল কফনে * সোজা।

৩৮। কুকুর ডাক্‌ছ কেন ?

নেকড়ের ত্রাস জন্মাইতে।

কুকুর লেজ গুড়্‌চ্ছ কেন ?

নেকড়ের ভয়ে।

৩৯। কুকুরের ডাক পবনে বয়। (অর্থাৎ ব্যর্থ ডাকাডাকি।)

* শব রক্ষণার্থ সিন্ধুক।

৪০। কুকুরের লেজ কেটে দিলে, সে কখন ছাগল হয় না।

৪১। কুড়িয়ে নিতে রত্নচয়, সকলেই নত হয়।

৪২। কৃষক অভাবে পৃথিবী পিতৃহীনা।

৪৩। খেঁক্শিয়াল আপনার লেজের গর্ব্বে গর্ব্বিত।

৪৪। খেঁক্শিয়াল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মুর্গী গণনা করে।

৪৫। গাছকে যতই কেন নুইয়ে ধর না, সে খাড়া হবেই হবে।

৪৬। গাছটি ভাল কি মন্দ তাহা জানিয়া তাহার ছায়াতে বসিও।

৪৭। গির্জাঘরে যাবনাকো পথে বড় কাদা।
শুঁড়ীর বাড়ী চল যাই, পথ সিধাশাদা॥

৪৮। গোরু ঘোড়া আদি সব বেচিয়া ভাতার।
কিনিলেন মহিলার মুকুতার হার॥

৪৯। গোরুর জিব লম্বা বটে, কিন্তু কথা কহিতে অশক্ত।

৫০। গৃহস্থ নির্বোধ হলে গৃহে লক্ষ্মী নাই।
গৃহিণী নির্বোধ হলে পুড়ে হয় ছাই॥

৫১। ঘোড়া যতই দৌড়ুক্ লেজ ছাড়িয়া যাবে না।

৫২। ঘোড়ার কাছে শূওর এসে বলে, তোর পা বাঁকা, তোর লোম অসার।

৫৩। চক্ষের জল ব্যতীত, স্ত্রীলোকের বল খাটে না।

৫৪। চাবুক অপেক্ষা ঘোড়া চালান ভাল।

৫৫। ছোট চাবীতে বড় তালা খোলে না।

৫৬। জাত মানুষ মাত্রেরই আহারের ব্যবস্থা আছে।
"জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি।"

৫৭। জনক জননীর আশীর্ব্বাদ জলে ডোবে না আগুনেও পোড়ে না।

৫৮। জননী উচান হাত, সুধীরে প্রহার।
বিমাতা না তোলে হাত, কিন্তু শক্ত মার॥

৫৯। জমীদার হংসের মত, তাহার হৃৎপিণ্ড ছোট যকৃৎ বড়। (অর্থাৎ দয়াহীন অথচ হঠাৎ ক্রোধাচ্ছন্ন।)

৬০। জমীদারের দয়া সদর দরজা পর্য্যন্ত।

৬১। ঠাট্টা করিবার পূর্ব্বে পশ্চাতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

৬২। তাঁর ভাবনা পর্ব্বতের ওপাশে, তাঁর স্কন্ধের পশ্চাতে মৃত্যু।
"শিয়রে শমন।"

৬৩। তাঁর কথা জলে লিখিয়া রাখ।

৬৪। তোমার লাঙ্গলের ফলা অপেক্ষা, বিচার পতির দণ্ড গুরুতর।

৬৫। দলশুদ্ধ ফাঁসীগেলেও সুখের বিষয়।

৬৬। দশবার মাপিবার পর একবার কাট।

৬৭। দাঙ্গাতে কেবল ধনী, মস্তক সামালে।
দুঃখী নিজ বস্ত্রখানি সামালে সে কালে॥

৬৮। দানে প্রাপ্ত বস্ত্র লয়ে, উলঙ্গ কাঙ্গাল বলে—
"ছি এত মোটা—"
"ভিক্ষার চাউল আবার কাঁড়া আকাঁড়া"

৬৯। দিনেক মদ্য পান করে, এক সপ্তা মাথা ধরে।

৭০। দুই জল বিন্দুর ন্যায়, তাহারা একাকার।

৭১। দুটা খরগোশ শীকার করিলে, একটাও কিন্তু ধরা হয় না।

৭২। দুধের ছেলেরা ঈশ্বরকে জানে না, কিন্তু তারা ঈশ্বরের স্নেহভাজন।

৭৩। দুহিতারে সুন্দরী ভাবেন শুধু মাতা।
পুত্রে জ্ঞানবান্ ভাবে যেই জন্মদাতা॥

৭৪। ধরা চায় চাষ, ঘোড়া ইচ্ছা করে দানা।
রমণীর ইচ্ছা শুধু বেশভূষা নানা॥

৭৫। নারীদের এক সপ্তায় সাত শুক্রবার।

৭৬। নারীর আবদার যে মিটুবে, সে পুরুষ এখনও জন্মে নাই।

৭৭। নারীর বাক্য শিরীষের আটা।

৭৮। নারী হীন নর, জলহীন হংস।

৭৯। না সোঁকা মুঁকী কোরে কুকুরও কুকুরের কাছে এগোয় না।

(অর্থাৎ পরিচয় না পাইয়া আগন্তুকের সঙ্গে আলাপ অকর্ত্তব্য।)

৮০। নিজ নারী নহে কভু, জুতার মতন *।
বার বার আকর্ষণ আর বিসর্জ্জন ॥

৮১। নির্ব্বোধের প্রতি যদি দৌত্যভার দাও।
তবে তার পশ্চাতে পশ্চাতে তুমি যাও ॥

৮২। নেকড়িয়ার নিকট নিমন্ত্রণ পেয়ে ছাগল অনাগত।

৮৩। নেকড়েকে যত পার খাওয়াও সে বনের দিকেই চাবে।

৮৪। নেকড়েদের মধ্যে মিল থাকিলে, কুকুরদের লোপাপত্তি।

৮৫। নেকড়েদের সঙ্গে থাকিতে হইলে, নেকড়ের মত চীৎকার কর।

৮৬। নেকড়ের জন্ম নিয়ে কখন খেঁক্‌শিয়াল হয়?।

৮৭। নেকড়ের হাত থেকে পালিয়ে ভালুকের থাবায় পড়িল।

৮৮। পড়িবার পূর্ব্বে যদি কোন্ স্থানে পড়িবে তাহা জানিতে পার, তবে সেইখানে বিচালী বিছাইয়া রাখ।

৮৯। পতি হন প্রেয়সীর পিতার মতন।

---

* নিজাঙ্গনা নহে কভু নৌকার মতন।

নারী হন নরশিরে কিরীট রতন ॥

৯০। পত্নী কাটেন কাট্‌না, পতির দেখ নাচ্‌না!

৯১। পরমান্ন থাকে যদি রন্ধনের শালে।
বন্ধুর অভাব নাই ভোজনের কালে ॥

৯২। পরের ধনে ঋণ পরিশোধ সহজ কর্ম্ম।
"পরের ভাতে বেগুণ পোড়া"

৯৩। পরের পীঠে বোচ্‌কা হাল্‌কা বোধ হয়।

৯৪। পশম ঠেঙ্গালে সেই হইবে গরম।
নারী ঠেঙ্গাইলে পরে হয়ত নরম ॥

৯৫। পাগল গাছ রোপণ করিতে হয় না, তা আপনা হোতেই জন্মে।

৯৬। পাতরের প্রতি তীর ছোড়াতে তীরটীই নষ্ট।

৯৭। পার হোয়ে গেল বন।
না মিলিল ইন্ধন ॥

৯৮। পিতলের কড়ায়ের সঙ্গে মাটীর হাঁড়ীর বিবাদে কি সাধ্য?

৯৯। পীরিত, আগুন আর কাশ।
কভু না রয় অপ্রকাশ ॥

১০০। পুত্র জন্ম দিতে জানিলে হয় না, শিক্ষা দিতে জান।

১০১। পুত্র লাভে আনন্দিত হয় ধনী জন।
গাভী প্রসবিলে সুখী দরিদ্রের মন ॥

১০২। পুরাতন বন্ধু খোঁজ, কিন্তু নূতন বাটী চাই।

১০৩। প্রকাণ্ড গর্দ্দভ হোলেও কখন হাতী হবে না।

১০৪। প্রথম পাত্র মদ্য আরামের জন্য।
দ্বিতীয় পাত্র আহ্লাদের জন্য।
তৃতীয় পাত্র ঝকড়ার জন্য।

১০৫। প্রথম যৌবন ছায়ার মত। ধর্ত্তেগেলে পলায়, চল্যে গেলে পিছে ধায়।

১০৬। প্রদোষ অপেক্ষা প্রভাত পরিষ্কার। (অর্থাৎ শেষাবস্থা অপেক্ষা প্রথমাবস্থায় সকলই উৎকৃষ্ট।)

১০৭। প্রসব বেদনা, বড়ই যাতনা, কিন্তু শীঘ বিস্মৃত হয়।

১০৮। কড়িঙ্ যেন আপন ঘাসের পাতাতেই থাকে।

১০৯। বড় জাহাজের জন্যে অনেক জল চাই।

১১০। বড় মানুষের চোক্ রাঙ্গানিতে ভয় করিও না, গরিবের চোখের জলে ভয় কর।

১১১। বড়মানুষের মোসাহেব, তণ্ডুলের তুঁষ।

১১২। বড় লোক বড় লোক জানে।
চাষার খবর চাষার স্থানে॥

১১৩। বৎসর বৎসর নেকড়ে লোম ছাড়িলে কি হবে, কিন্তু সে, যে নেকড়ে, সেই নেকড়ে।

১১৪। বৎসরের দিন সংখ্যা অপেক্ষা জমীদারের খেয়াল সংখ্যা অধিক।

১১৫। বাটী ক্রয় করা অপেক্ষা পড়সী ক্রয় করা ভাল।

১১৬। বাড়ী কিছু কর্ত্তার অলঙ্কার নয়, কর্ত্তাই বাড়ীর অলঙ্কার।

১১৭। বাপে যদি টক্ খায়।
ছেলের দাঁত টকো যায়॥

১১৮। বিচারপতি ঘুষ নিলেই মোকদ্দমা ফয়সল।

১১৯। বিদেশে, স্বদেশের একটি কাক দেখলেও সুখের পরিসীমা থাকে না।

১২০। বিধবার আশ্রয় ঈশ্বর, মনুষ্য নহে।
"নিরাখালের খোদাই রাখাল"

১২১। বিধবার গৃহাচ্ছাদন জন্য যে একখানা চেলা কাঠ ফেলিয়া দেয়, তাহার প্রতি পরমেশ্বর প্রসন্ন।

১২২। বিবাহের তিন দিন পরে জাঁক করিও না, তিন বৎসরের পর করিও।

১২৩। বিভক্ত রাজ্যের শীঘ্র বিনাশ।

১২৪। ভণ্ডের বন্ধুত্বে বিশ্বাস নাই।

১২৫। ভরা পেট উপদেশে বধির।

১২৬। ভাই বিনা থাক্‌তে পারি।
পড়্সী বিনা থাক্‌তে নারি॥

১২৭। ভার্য্যার ধন যেন ভর্ত্তার গলার লাঠী। (অর্থাৎ বাহির করিতে পারিলেই বাঁচেন)

১২৮। ভাল কুকুরের গায়েও এঁটুলী আছে।

১২৯। ভাঁল ভূমি করি বারি বারেক গ্রহণ।
নয় বর্ষাবধি তাহা করয়ে স্মরণ ॥

১৩০। ভালুক কখন গোরুর সহোদর নয়।

১৩১। ভালুক নাচতে চায় না, কিন্তু সকলেই তার নাকে দড়ী দিয়ে টানে।

১৩২। ভালুক শিকারী, শিকারের সময় ঘুমোয় না।

১৩৩। ভালুকের সঙ্গে সেঙ্গাৎ পাতাও, কিন্তু টাঙ্গি হাতে রাখ। "নবিশ্বসেদবিশ্বস্তং".

১৩৪। ভোজনার্থে চাষারে করহ নিমন্ত্রণ।
ভোজনের পাত্রে সেই রাখিবে চরণ ॥

১৩৫। মদ না খেলে তুমি সত্য কথা কও না।

১৩৬। মরিচায় যেইরূপ লৌহ ক্ষয় হয়।
সেইরূপ শোকভরে হৃদয়ের ক্ষয় ॥

১৩৭। মরিবার জন্য প্রস্তুত হও, কিন্তু চাষে হেলা না হয়।

১৩৮। মহাজনের দরজা দিয়ে ঢুকিবার সময় চৌড়া, বাহির হবার সময় বড় কশা।

১৩৯। মাঘ্যী কিন্তু সাঁচা, সস্তা কিন্তু পচা।
"সস্তার তিন অবস্থা"

১৪০। মাছ মাঘ্যী হোলে কাকড়ারাও মাছ।
"আদাড় গাঁয়ে শিয়াল বাঘ"

১৪১। মাছেরা মাথা থেকে পচে। (অর্থাৎ বড়

লোক হইতেই কদাচার নীচগামী হয়)

১৪২। মাছিতে মাছি কামড়ায় না।
"কাকের মাংস কাকে খায় না,,
"জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না,,

১৪৩। মাতার চক্ষের জল বহে স্রোতস্বতী।
ভার্য্যা অশ্রু শৈবলিনী * শুষ্ক শীঘ্রগতি।
নবোঢ়া নয়নে অশ্রু নীহার বিভ্রতি॥

১৪৪। মাতালের হাতে ধন থাকিলে আঙ্গুল বেয়ে পড়ে

১৪৫। মায়ের আশীর্ব্বাদ সমুদ্রের গর্ভেও সঙ্গে সঙ্গে যায়।

১৪৬। মায়ের চাপড়ে হাড় ভাঙ্গে না।

১৪৭। মিষ্ট কথায় কাহারও জিব শুকায় না।

১৪৮। মুর্খ ঢিল ছুড়িলে তাহা খুঁজে পাওয়া সপ্তর্ষির অসাধ্য।

১৪৯। মূর্খ সমুদ্রে ঢিল ছুড়িলে, তাহা উদ্ধার করিতে এক শ জ্ঞানী লোকের অসাধ্য।

১৫০। মূর্খের প্রতি পূজার ভার দিলে প্রণামের চোটে মাথা ফাটাবে।

১৫১। মুর্গী অধিক তা দিলে আণ্ডায় ঘোলা পড়ে।
(অর্থাৎ শিশুদিগকে অধিক লালন করা অকর্ত্তব্য।)

১৫২। মৃত্যু একবার বৈ দুবার নয়।

---

* ক্ষুদ্র নদী। স্রোত না থাকা প্রযুক্ত যে নদীতে শৈবাল জন্মে।

১৫৩। মেছো কখন মেছোকে নিকটে দেখিতে পারে না। (অর্থাৎ এক ব্যবসায়ীর মধ্যে বন্ধুতা নাই।)

১৫৪। যদি আমাকে ভাল বাস, তবে আমার কুকুরকে মারিও না।

১৫৫। জায়ে জায়ে বিছুটীর সম্বন্ধ।

১৫৬। যার সঙ্গে বন্ধুতা করিবে, তার সঙ্গে এক কাঠা লুণ খাও।

১৫৭। যার মুখে নাগদানা, সবই তার তিত।

১৫৮। যাহার কখন পীড়া হয় নাই, সে কখন আরামের সুখ জানে না।

"বন্ধ্যা গর্ভ যাতনা জানে না,,

১৫৯। যুদ্ধ শেষে অনেকে বীরবর।

১৬০। যেই কুলবতী হয় পবিত্র প্রকৃতি।
তার কভু সাজা নয় অন্তঃপুরে স্থিতি॥

১৬১। যে ঈশ্বর তোমাকে আর্দ্র করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে শুকাইবেন।

১৬২। যে কূওর জল খাবে, তাতে থুঁথু ফেলিওনা।

১৬৩। যেখানে পরাক্রম সেই খানেই বিধি।

১৬৪। যেখানে সূতার সঞ্চার সেই খানেই সূঁচ চলে।

১৬৫। যে ঘোড়ায় আরোহণ, সেই ঘোড়া ভক্ষণ।

"তোর শিল তোর নোড়া, তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া"

১৬৬। যে পর্য্যন্ত আমল না হয়, সে পর্য্যন্ত ফসলের তারিফ করিওনা।

১৬৭। যে পাখী আপনার বাসা ভাল বাসে না, সে পাখী আহাম্মক।

১৬৮। রূপবতী ভার্য্যা বটে দেখিতে সুন্দর।
কিন্তু গুণবতী ভার্য্যা সঙ্গে সঙ্গ কর॥

১৬৯। শক্তি, যুক্তির শ্মশান ভূমি।

১৭০। শষ্য গৃহগত হইলে ওজন কর।
"না আঁচালে বিশ্বাস নাই"

১৭১। শিয়াল মাত্রেই আপনার লেজের প্রশংসা করে।

১৭২। শূকরকে ভোজনাসনে বসাইলে সে ভোজন পাত্রে পা রাখিবে।

১৭৩। শৃঙ্গীগণ মধ্যে কভু ছাগ শৃঙ্গীনয়।
পশু মধ্যে শজারুরে কেহ না গণয়॥
কর্কট না হয় গণ্য মৎস্যদের মাঝে।
বাদুড় না পায় স্থান বিহঙ্গ সমাজে॥
সেই রূপ নারীবশ হয় যেই নরে।
পুরুষ বলিয়া তারে কেবা গণ্য করে॥

১৭৪। শৈশবে শিক্ষিত জ্ঞান।
বৃদ্ধকালে প্রিয় জ্ঞান॥

১৭৫। সংসার যাত্রা মাঠ যাত্রা নয়।

১৭৬। সকল লোকই ভাল কিন্তু সকলের জন্যে নয়।

১৭৭। সকালে উঠিলে কিছু অনুতাপ নাই।
সকালে করিলে বিয়ে তপ্ত হবে ভাই॥

১৭৮। সতী যুবতীর কর্ণও নাই চক্ষুও নাই।
(অর্থাৎ কুকথায় কর্ণপাত করেন না, পর পুরু-ষের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না)

১৭৯। সরদারী কত জাঁক আপনার ঘরে।
নাপিতের শিল সম সমাজ ভিতরে॥

১৮০। সর্ব্ব শর্ব্বরীতে চোর না হয় বাহির।
কিন্তু সদা সজাগ থাকিবে সব ধীর॥

১৮১। সব গত হয়, সত্য মাত্র রয়।

১৮২। সাজ্ না পরানো পর্য্যন্ত, ঘোড়ার গায়ে হাত বুলাও।

১৮৩। সারালো গাছে কুড়ুল মার, সড়া গাছ আপনিই পড়ে।

১৮৪। সিন্ধুও বিন্দুর সমষ্টি।

১৮৫। সুবুদ্ধি এক মস্তকের এক শ হাত।

১৮৬। সূর্য্য আর মৃত্যু এ দুয়ের প্রতি স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করা যায় না।

১৮৭। সোণার খাটে শুলেও পীড়া আরাম হয় না।

১৮৮। স্ত্রীজাতির এক দিনের মধ্যে বাহাত্তর বাহানা।

১৮৯। স্ত্রী পুরুষের বিবাদে কেহ হস্তক্ষেপ করিবে না।

১৯০। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে মধ্যস্থ হওয়া ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারো সাধ্য নাই।

১৯১। স্ত্রীলোকের চুল লম্বা, কিন্তু বুদ্ধি ছোট।

১৯২। স্ত্রীলোকের "হাঁ এবং না„ এই দুয়ের মধ্যে সূঁচ রাখিবার স্থান নাই।

১৯৩। স্বপ্ন ভয়ঙ্কর, কিন্তু ঈশ্বর কৃপাকর।

১৯৪। স্বর্ণ পিঞ্জরেতে পক্ষী সুখেতে কাটায়।
কিন্তু তার বড় সুখ হরিত শাখায়॥
"তথাপি জন্মবিটপি ক্রোড়ে মনো ধাবতি"

১৯৫। স্বেচ্ছাচার এক ধনাগার, কিন্তু শয়তান তার প্রহরী।

১৯৬। হাঁটিয়া পার হওয়া যায় কি না? ইহা জানিয়া তবে জলে নামহ।

১৯৭। হাঁড়ী চেঁচার বর্ণ ভাল, কিন্তু সকল গুলই একাকার।

১৯৮। হাড় থাকিলে মাংস হবে।

১৯৯। হাঁসিয়া লাগাইলে শাল গরম হয় না।

২০০। হিত বক্তা বহুতম। হিত কর্ত্তা অতি কম॥

২০১। হুড়বা আর ভাতে মেয়ে মানুষ, বন্ধ থাকে না।

২০২। ক্ষার পাণ্ডু বর্ণ ধরে।
বস্ত্র কিন্তু শুক্ল করে॥

প্রবাদমালা সমাপ্ত।

LIBRARY OF THE